

ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାର ଜଂଜାର

ଶ୍ରୀତୁଳସୀଦାସ ଲାହିଡ଼ା

॥ ବାଞ୍ଛିତ ମାହିତ୍ୟ ପାଞ୍ଚିଦ ॥

୧୫, ବସାବାସ ମଞ୍ଜୁମଦାର ଟ୍ରଷ୍ଟି କଲିଃ ୨

প্রকাশক

এস, দত্ত

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ, ১৩৬১

দাম : দু'টাকা

প্রচ্ছদপট : সজল রায়

স্বেচ : নরেন মল্লিক

প্রিন্টার্স

শ্রীদেবকুমার দে

শ্রীবাণী প্রিন্টিং কোম্পানী

৫০, সীতারাম বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৬ম নোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই নগর নাটকখানি উৎসর্গ করা হইল। নাট্যরস আলোচনায়, নাট্য রচনায় প্রেরণায় যিনি পদেপদে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আত্ম-প্রচারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যিনি এই সাধারণ নাট্য আন্দোলনকে বর্তমান অবস্থায় আনিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এই নিবেদন অতি যৎকঞ্চিৎ। তাঁহার পক্ষে যাই হোক প্রতি নাটক নাট্যকারের অন্তর চোয়ান সম্পদ। এই মনে করিয়া পাঠক সমাজ আমার এই প্রগলভতা মার্জনা করিবেন।

বিনীত—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

নাট্যকার

ভূমিকা

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেশা এনে মজতর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। অথচ, সংসার চালানর দায়িত্ববোধ, স্মৃতি ও স্মৃতিবোধ তাদের সাধারণ মজতরের মত শুধু নিজের চিন্তায় ভীষন যাপন কববার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়ে আছে। তাই, যে পরিবারের কর্মসংস্থান আছে তার ঘরে পোষ্য বেকার সংখ্যাও যথেষ্ট। গৃহকর্তী গৃহিণী সবাইকে জরিয়ে রাখবার জন্য পদে পদে নিজেকে বঞ্চনা করছে। এবং গৃহকর্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে বাঞ্ছিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের ওপোর বীতরাগ হচ্ছে।

এই সাংঘাতিক জীবন যুদ্ধের ফলে পরস্পরের প্রীতির সম্বন্ধ অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করছে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ এবং বঞ্চনার মূল কোথায় তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশঃ তারা সব কিছুতেই অবিবাসি হয়ে উঠছে। এ ব্যাধির মুক্তি সন্ধান দেবার মত লোকের একান্ত অভাব। তবুও এরি ভেতরে সংখ্যায় নগ্ন হলেও কিছু লোক মানুষ হয়ে বাচার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব নৈরাশ্রের কবলে অগনিত হতাশায় দিকনান্ত জনগণ কখনো কখনো হ্রস্ব হ্রস্বগের রাত্রিতে চপলার ক্ষণিক চমকের মত এই সব জিনভাঙ্গা বুকেও মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে।

এদের নিয়েই নাটক 'ক্ষীপ্রিয়ার সংসার'। শুধু নৈরাশ্রের কথা নয়। আজকেব এ দুদিনও কেটে যাবে তাব ইংগিত এতে আছে।

সৃগাস্ত্রের ভয়রাশি প্রলয়ের প্রচণ্ড নিশ্বাসে

লুপ্ত হয় ঋন ঋনকর, বাতাসে

তারপর তাপসীও তপস্তার বর্জ্য শিখা হতে

নবমুষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

বাণী ও হরিসাম্পদ এ যুগের তপস্বী, তাদের তপস্বা সার্থক হবে এ বিবাস রাখি।

১৫৮ সি, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা—২৯।

তুলসী দাস লাহিড়ী



জন্ম — ১৪ই চৈত্র, ১৩০৪

॥ লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

মায়ের দাবী

ছঃখীর ইমান

পথিক

ছেঁড়া তার

বাংলার মাটী

প্রকাশ অপেক্ষায়

ভিত্তি

॥ নাট্য রচনার কৈফিয়ৎ ॥

শ্রীমান সুনীল—আমি কেন অতি সাধারণ লোক, তাদের আশা নিরাশার দন্দ, তাদের মান অভিমান ও প্রেম ভালবাসার কথা নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করে একের পর এক, এক ডজন নাটক রসিক সমাজের সামনে হাজির করে করজোড়ে নিরপেক্ষ রস বিচারের প্রত্যাশায় ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছি, এ সময়ে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করে নন্দ।

অন্যপ্রসঙ্গায় হাছহত্যা বদা হয়। মহাভারতের যুগ থেকে একথা প্রতি হিন্দু জানে। তবুও, ঢাকা নিনাদের যুগ বলে ঐ কাগ মহামহা পণ্ডিতরাও আজ নিঃসঙ্কোচে করে যাচ্ছেন। কারণ, পশ্চিমী সভ্যতার গোথে এটা প্রচারের যুগ। প্রচারে প্রবঞ্চনা এলেও buyers beware বলে তারা নিজেদের সাক্ষ্য দেন। সুতরাং এই সুকঠিন কাজটি বত সংক্ষেপে শেষ করা যায় সেই চেষ্টা করব।

মানব মনের সখ-সাধের গতি অতি বিচিত্র ব্যাপার। পঙ্খুর গিরি লঙ্ঘনে এবং কুঞ্জের চিং হয়ে সাধারণ মানুষের মত শয়নের সাধ হয়, তা সে যতই হাঙ্গর হোক। আরসীর সামনে একা বসে অতি কুরুপও নানা প্রকার মুগ্ধঙ্গী করে স্থির করে নেয় যে, কোন দিক থেকে তাকে দেখলে সুন্দর দেখায়।

সুতরাং কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে প্রসংসা পাওয়ার পর, আমার মনেও নাট্য রচনার কণ্ঠে প্রকাশ পেল। সহজ উপায় চুরী। বিদেশী নাটকের মাত্রাহীন চুরি ক’রে, নাটক মৌলিক ব’লে চালাবার ইচ্ছা মনে এল। সঙ্গী ও বন্ধুদের মধ্যে পড়াশুনা করা ক’জন ছিল, তাই তাদের ভয়ে সেই ইচ্ছা দমন করে, নাট্যরূপ দেওয়ার কাজে মহা উৎসাহে লেগে গেলাম।

শরৎচন্দ্রের “আধারে আলোর” উপর শক্তির পরীক্ষা চলল। কিন্তু অত্ন নাটকের পাঁচগুলি কি প্রকারে তাতে প্রয়োগ করা যায়, তার জ্ঞান অক্লান্ত চেষ্টার বিরতি ছিল না। বহু চেষ্টায় একটা কিছু দাঁড়াল। বন্ধু-বান্ধবদের নাটক পড়ে শোনাব বলে নিমন্ত্রণ করে, লুচী ও মাংসের ভূরি ভোজ দিয়ে, যখন বিছানার নীচে থেকে নাটক লেখা কাগজগুলি সংগ্রহ ক’রতে গেলাম, তখন তার অনেক পাতা নেই—দেখে বিরক্ত বিন্মিত ও ক্রুদ্ধ হ’য়ে গৃহিণীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলাম। তিনি পরম বিন্ময়ে জানিয়ে দিলেন, যে ওগুলোতো লেখা-কাগজ ছিল। সুতরাং সেটা নষ্ট করে কি অপরাধ হ’য়েছে তা তাঁর বোধগম্য হচ্ছেনা। আমি নাটকের কাগজের কত মূল্য, যতই বোঝাতে চেষ্টা ক’রলাম, তিনি ততই বিরক্ত হয়ে কি ভাবে ছেলের মল ঐ কাগজে বাহিরে ফেলেছেন জানিয়ে, রক্ষনশালায় চ’লে গেলেন।

বন্ধু-বান্ধবকে এ সংবাদ দিতে, তাঁরা আমার স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে বলেন, ও কাগজের ওর চেয়ে সংব্যবহার আর কিছু হতে পারে না, এবং হাসিমখে পান চেয়ে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তভাবে যে যার বাড়ী গেলেন।

নাট্যরচনার এই পরিণতির পর আর নাটক রচনা করার ইচ্ছা অনেক দিন হয় নাই।

তারপর—দৈব প্রভাবে নানা প্রকার সাংসারিক কারণে ওকালতী করার উদ্দেশ্য নিয়ে, কলিকাতায় এসে যখন ভাগ্য পরীক্ষা করছি, তখন আবার অদৃষ্টের টানে গ্রামোফোন কোম্পানী ও ষ্টার থিয়েটারে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার সুযোগ এল। সেই সময় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ

হ'য়ে উঠলাম ও ম্যানেজার অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় একটু বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং তদনুসারে তাঁর ব্যবহারও সাধারণ কর্মী-জনোচিত না হয়ে একটু অগ্র রকম হ'ল।

নাটক সম্বন্ধে নানা আলোচনার ফলে দেখা গেল, মনোরঞ্জনবাবু মঞ্চের প্রভাবমুক্ত ও বাস্তবধর্মী নাটকের পক্ষপাতী। আবার অপরেশবাবু দর্শকের ক্রটির উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী। তাদের ক্রটির পরিবর্তন সাধনে খুব বেশী ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নন। বিমলবসন্ত অনুসারে নাটক বাস্তবধর্মী বা করুণা সর্বস্ব হবে এই ছিল তাঁর মত।

আমি সেই সময় বাঙ্গ নাটক মণিকাঞ্চন লিখে মনোরঞ্জনবাবুকে শোনাই, অপরেশবাবুকে শোনাতে সাহস পাইনি। প্রচুর উৎসাহ পাবার ফলে, রঙ্গ বাঙ্গের সঙ্গে বাস্তব সমস্তার খাদ মিশিয়ে ছোট্ট একটি নাটিকা লিখে ফেললাম ও ওঁদের দুজনকেই শোনালাম। অপরেশবাবু খুব মন দিয়ে শুনে বললেন, “অভিনয় ভাল না হ'লে নাটকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। শুনতে ভাল, অভিনয়ে জাম না—আবার শুনতে ভাল নয় কিন্তু অভিনয়ে জমে যায়, এ ছুরকম নাটকই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা পরেরটার পক্ষপাতী। আসুন এটা অভিনয় করে পরীক্ষা করা যাক।”

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, “বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে। এ নাটক করবেন?”

“কেন, Curtain raiser হিসেবে ছোট নাটক আমরা করে দেখেছি তো?”

তারপর, ঘটনা করে নাটক পড়া ও ভূমিকা বণ্টন হ'ল।

রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার যে প্রায় একটি সং বিশেষ, এ ধারণা তখনও আমার হয় নাই। চারধার থেকে উপদেশের অন্ত নেই। সবাই সব বোঝে। কেবল নাট্যকার কিছু বোঝেনা। কত প্যাঁচ—কত অগ্র কৌশল আমাকে জানতে

হল। কিন্তু তা সবেও নাটক Siding-এ পড়ে গেল। মহলা জমল না। শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হ'ল।

মনে মনে দুঃখিত হ'লেও, ভাল হয় নাই বলে নাটকের এই দশা হল—ভেবে মনকে প্রবোধ দিলাম। কিছুদিন বাদে সে সম্বন্ধে অপারেশনবাবুকে প্রশ্ন করলাম।

‘তিনি বললেন—ওরা ত সত্যি সত্যি নাটক বোঝেন। মধ্যে দাঁড়িয়ে তর্জন গর্জন ও ক্রকুট ক’রে পাঁচ মেয়ে কেল্লা ফতে করার চেষ্টায় থাকে। এ নাটক না হ’লেও, যে বেতন ওরা পায়, তা পাবেই, তাই গা লাগাল না। আপনিও বেশী এলেন না—আর আমিও ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে পড়ছি, তাই এমনটা হ’ল। সে যাক্, এখন আপনাব বয়স কত?’

আমি বললাম, চৌত্রিশ বৎসর।

“তবে ত’ স্বচ্ছন্দে মৌল বৎসব অপেক্ষা করতে পারেন” বলে তাঁব নিজস্ব ভঙ্গীতে চোখ তুলে আমার চোখের উপর রাখলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম “মৌল বৎসব নাটক লিখব না কেন?”

“সবদেশের নাটক .৭৫ সেই দেশের দশকের জন্ত লেখা হয়। গানের কচি, নৃত্যজ্ঞান, রস-বোধ সবই দেশের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে চলে আসে। সেটার গতি লক্ষ্য করে দশকদের চিনতে হবে। তবে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরস পরিবেশন করা সম্ভব হবে। বেশী এগুতে গেলেও বিপদ বেশী পেছিয়ে পড়লে বিপদও। তবে সব দেশের রসিক দর্শক এগিয়ে চলে। তারা রস বিচারের মান উন্নত করার প্রয়াস করেন এবং তাদের মত শেষ পর্যন্ত সাধারণ দর্শকও গ্রহণ করে। এবিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্ত সুবিজ্ঞ সমালোচকগণ ও সংবাদপত্র বিশেষ সাহায্য করে। এই সাধারণ দর্শকের সঙ্গে বেশ ভাল করে পরিচিত না হলে নাট্যরচনা সার্থক বড় একটা হয় না।”

এই বলে অপরেশবাবু নানা জয়-পরাজয়ের কাহিনী দিয়ে তাঁর উক্তি সমর্থন করলেন।

সাধনা! ষোল বৎসর ভাল মন্দ সব নাটক দেখে, দশক মনে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে, মনে মনে বিচার করে তার জনপ্রিয়তার সম্ভবনার একটা ধারণা ক'রে, যখন সেটা প্রায়ই মিলে যাবে তখন নাটক লিখব! এমন করে কেউ শিক্ষানবিশী করে কি? অথচ অপরেশবাবুর আভ্যন্তরীণ উদ্ভিগ্নতা কেউ দিতেও পারা যায় না। তাই নাটক লেখা বন্ধ ক'রে ঐ ব্যাপারে যেতে গেলাম।

ক্রমে নাট্যকারের কতকগুলি মারাত্মক দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। অল্প নাটকের জমাটি পাঁচ কোণও প্রকারে নিজের নাটকে ঢুকিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রায় সব নতুন নাট্যকারেরই হয়। দলে মাত্রাজ্ঞান গোলমাল হয়ে গিয়ে নাটকে এতটি মারাত্মক দোষ দেখা দেয়। সে দোষের নাম Shifing। যার উপর দর্শকের দৃষ্টি আপন প্রভাবে এসে পড়ে কিছু দূর যেতে না যেতে সেই দৃষ্টি অল্প চারত্রেণের উপর পড়ায় দশক বিবর্ত হ'তে বাধ্য হয়। তাতে রস সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়।

তারপর, ষোল বৎসর শিক্ষানবিশী না করেই নাটক লিখলাম। নাটক ভাবাধিকো জনপ্রিয়তা অর্জন করল। চরিতে রিক্তা নামে ও মঞ্চ মায়ের দাবী নামে সফল সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হন। আজ সে নাটক বাজারে পাওয়া যায়না। পৃথিবীদ্রবের উল্লেখ ভাল করে পড়তে আর নিজেও উৎসাহিত হই না। কেন যেন—মনে হয় ঘটনাসংস্থাপনে স্বাভাবিকতার অভাব আছে।

তারপর বিশ্বযুদ্ধের সুরুতেই আমি কলিকাতা ছেড়ে এবং সিনেমা ও মঞ্চের মায়া কাটিয়ে দেশে ফিরে বাই। আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যু, আমার বাবাকে ও আমাকে খুবই বিচলিত করেছিল। সেখানে জলপাইগুড়ী জেলায় একটা খামার বাড়ী গড়ে তোলা উপলক্ষে ক্রমে চাষীদের সঙ্গে সংযোগ হ'তে থাকে। নানা ভাবে ভদ্রবেশীদের কাছে প্রবঞ্চিত ও হতসর্বস্ব হ'য়ে তারা ভদ্রবেশী জীবকে আপন বলে কিছুতেই ভাবেনা। আমি তাও বুঝি নাই। জংলীস্বভাব, তাই এই রকম—মনে করে এই ভাবে তাদের

দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে অনেক সময় ক্লান্ত আচরণও ক'রেছি। তবুও ছুভিক্ষের আতঙ্ক এবং এদের কি হবে এ চিন্তায় আমাকে বিভ্রত করে তুলল।

আমি একটা উপায় স্থির করে, তখনকার বাজার দবে আধিয়ারদের আমার অংশের ধান দিয়ে এলাম এবং বৈশাখে আউসের অবস্থা না দেখে কিছুতেই যেন না বেচে তাই বলে এলাম। পাচ টাকাব ধান পনের হ'তেই তাদের অনেকেই বেচে দিল। বৈশাখে কুড়ি বাইশ টাকায় কিনতে হল। প্রথমেই হাল-বলদ, পরে জমি গেল। মুনাম্বাজ গ্রামের শোষক সুযোগের সংব্যবহার করতে লাগল।

ভারত ছাড় আওয়াজ দিয়ে নেতারা জেলে গিয়ে ঢুকলেন। কোনও কায পদ্ধতি নেই। অবিচারে অত্যাচারে জনতা অস্থির হ'য়ে ফুঁসতে লাগল। কিন্তু ইংরাজ এমন কৌশলে রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য বজায় রাখল যে, এলোমেলো কিছু বিপ্লব প্রকাশ পেলেও, কানকরী ভাবে কিছু হ'ল না। ফলে অগণিত কৃষক 'ওঁ চাঁষী মজুর ও মজুর প্রাণ হারাল।

এই ছুভিক্ষের পরিবেশে প্রথম মাটির কাছের মানুষের কথা নিয়ে আমি গুংখীর ইমান লিখলাম। চির সুখদ মহর্ষি উৎসাহ দিয়ে যাতে এ নাটক অভিনয় হয় তার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু হ'ল না। তার পর ১৯৫৬ সালে নাট্যাধিনায়ক শিশিরবাণুকে পড়ে শোনান হল। নাগরিক দশক নেবে কি নেবেনা এ সমস্তা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাটা রসিক মন নাটক মহলায় ফেললেন। অভিনেতার অস্তর দিয়ে ভূমিকা উপলব্ধি ক'রে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। এবং দাস্তার কিছু পদে খোলা সত্ত্বেও নাগরিক মন নিয়ে রসিক দর্শক উচ্ছসিত প্রশংসায় নাটককে সযত্নে জানাল। জীবনের সত্য কত সহজে মানুষের মনকে অভিভূত ক'রে এ তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে আমিও সাহসের সঙ্গে নানা দিক থেকে বর্তমান জীবনের অলস্ত সমস্তাগুলি নাটকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা শুরু করলাম।

ভরত নাট্যশাস্ত্রম্ শিবস্বত্রম ও অলঙ্কার শাস্ত্রের চরম কথা—রস। সহৃদয় সহৃদয় সংবাদী। যে ভাবে দশকের মনের তন্ত্রী বাঁধা আছে, সেই স্বরে নাটকের ভাব বাঁধতে পারলেই সহজে দর্শক রসে অভিভূত হয়। সাধারণতঃ ভাব বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। ক্রমে মানব মনে কল্পনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে কত নিরপেক্ষ অতিক্রিয় ভাবেও প্রভাবিত করে।

শব্দের পভাবে তার কল্পনা তাকে এক অপূর্ব কল্পণোকে নিয়ে যায়। শাস্ত্র সিন্ধু তপোবন—উদার গভীর এই কথা কটি থেকে সে তপোবন না দেখা থাকলেও কল্পনায় তার মাধু্য উপলব্ধি করে। ক্রমে সে বলে “বসবৈসঃ—হোবায়াং লব্ধা মানন্দী ভবতি”। প্রথম নাট্য শিক্ষা বার কাছে পাই তিনি সপ্তসাগরের কথা বলে নাটকের উপমা দিতেন। কোথায় এ তত্ত্ব তিনি পেয়েছিলেন জান না। বিষ্ণু হংসার্তী অক্ষর ৫ দিয়ে সাতটি মূল কথা তিনি বলতেন। Character, Contrast, Conflict, Complication, Crisis, Conclusion, Catharesis.

Great: নাট্যকারেরা শেষের কথাটির উপর খুব জোর দিয়েছেন। দশক ভায়ে অভিভূত হয়ে ভাবের দ্রোতে ভেসে যেত। আমাদের দেশের পাণ্ডুরা কিছু সঙ্গে প্রসাদগুণ যোগ করে নাটকের প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। পরম পরিচুপ্ত মনে দশক নাটকের ভাবের খেলায় অংশ নিয়ে উঠে আসবে—এই ছিল তাদের কাছে নাটকের সাংখ্যিকতার চরম কথা। আজ বিশ্বাস যোগ্য কাহিনী দিতেও অক্ষম, এমন সব নাট্যকার মূর্খ মূনাফালোভী স্বাধিকতা করে নাটকের হাট জমিয়েছেন। দশক বিরত হচ্ছে এবং রস বিকৃতিকে নাটকের সম্পদ মনে করছেন। শিক্ষিত জনসাধারণেরও অনেকের দৃষ্টি পশ্চিমী নাটকের উপর। অথচ, তাদের সঙ্গে জীবন দশনে মূল ভেদটুক তাঁরা লক্ষ্য করছেন না। Survival of the fittest—পশু স্বভাবের কথা। এদেশে সে স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। সব সময়েই দুর্বলকে

সবল রক্ষা করবে এই ছিল মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ মানব মনে দেবতা জাগার যে ইঙ্গিত করেছেন তাতেও সেই কথা বলেছেন।

যখন মরণ পণে হানি অমঙ্গল

ত্যাগের বিপুল বল

কোথা হ'তে বন্ধে আসে

অনায়াসে

দাড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অত্যায়ে

অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।

তখন মানব বন্ধ হ'তে দেবতা বহিরে আসে

মর্তের আলোতে,

সেদিন তার পরিচয় মর্তলোকে

অমর্তেরে করি তোলে অক্ষুন্ন অক্ষয়।

স্বামী বিবেকানন্দও Divine spark জাগানর তপস্রা মানব জীবনের তপস্রা বলে গেছেন! শ্রীঅরবিন্দও তাই।

ঠাঁরা, গায়ে জোর থাকলে দুর্বলকে মেরে কেড়ে খেতে হবে, একে এদেশের শিক্ষা বলেন নাই। পশ্চিমী লম্বা বুলী বেড়ে মুর্থ ঠকিয়ে যাঁরা আসর জমিয়ে নিজকে জাহির করতে চান, তাঁরা অনেক স্বকম গালভরা কথা ও বিকট নাম উচ্চারণ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। আমার দেশের নাটক আমার দেশের দর্শকের জন্ত। England—Scanddenavia—Russia বা France-এর জন্ত নয়। এতহু তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি।

এই সব Careerist আজ দেশের সর্বত্র সর্ববিভাগে আসর জমানর চেষ্টায় আছে। সাধু সাবধান!

বিশ্বরূপায় গিরীশ নাট্য উৎসবে অভিনীত

প্রযোজনায়—অচলায়তন

শনিবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৫৯

পরিচালনায়—তুলসী লাহিড়ী

॥ চরিত্র চিত্রণে ॥

চরিত্র	নাট্য সম্পর্ক	অভিনেতা
ইন্দ্রনাথ	...জৈনৈক দরিদ্র ভদ্রলোক	.. শ্রীতুলসী লাহিড়ী
বিশ্ব	— ইন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র	— শ্রীগণেশ বসাক
ছোটকা	— ,, কণিষ্ঠ পুত্র	— শ্রীগোবিন্দ লাহিড়ী
হরিসাধন	— ,, প্রতিবেশী সুবক	— শ্রীপিনাকী বসু
বামাচরণ	— ,, ,, প্রোচ	— শ্রীকালী সরকার
শ্রাপলা	— ,, ,, এক শ্রমিক	— শ্রীশিবনাথ বাবু
অনাথ	— চানচুর বিক্রেতা	— শ্রীঅরুণ কান্তি
		মুখোপাধ্যায়

১ম মজুর }
 ২য় মজুর } — ফ্যাক্টরীর মজুর
 ছলল } — পাঠশালার ছাত্রদ্বয়
 আগু }
 আকাইল্যা ... তারিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র
 পচা ... তারিনীর কনিষ্ঠ পুত্র
 বাচ্চা ছেলে ... মুসলমান রমনীর পুত্র
 মহাবীর সাউ ... জনৈক মত্ত ব্যবসায়ী
 শশাঙ্ক ... ভদ্রবেশী নামজাদা গুপ্তা-সর্দার
 মাণিক ... শশাঙ্কের সহকারী
 চৌধুরী [রেজা] ... ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার
 শিউকিষণ ... জনৈক কন্ঠবল
 পাতাশ্বর } ... ছ'জুন সি, আই, ডি,
 বিভূতী }
 লক্ষ্মীপ্রিয়া ... ইন্দ্রনাথের স্ত্রী
 বাণী ... ,, কণা
 পুটি মাসী ... বামাচরণের স্ত্রী
 তারিনী ... প্রতিবেসিনী
 মুসলমান ... জৈনকা মুসলমান রমনী

শ্রীমিত্র গান্ধুলী
 শ্রীনির্মল মৈত্র
 শ্রীবিমল প্রধান
 শ্রীবিপ্লব দাস
 শ্রীদিপক দাস
 .. শ্রীবাণীব্রত দাস
 শ্রীগোতম ঘোষ
 ... শ্রীমাখন বসু
 শ্রীঅশোক ঘোষাল
 শ্রীসুনীল সরকার
 শ্রীসামু চট্টো:
 শ্রীবিমল দাসগুপ্ত
 শ্রীসুধী প্রধান
 শ্রীবাদল চট্টো:
 শ্রীমতী আভা
 মৌলিক
 শ্রীমতী স্নেতা
 বন্দ্যোপাধ্যায়
 শ্রীমতী তিলোত্তমা
 ভট্টাচার্য
 ,, বাণী দাসগুপ্তা
 শ্রীমতী বিভা
 মৌলিক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার। লক্ষ্মী অনেকদিন ছেড়ে গেছেন। একটা পায়তাজা পরাচন তক্তাপোষে, জীর্ণ মালিন বিছানায় তেলচিঠে পড়া বালিশ মাথায় দিয়ে মরণাপন্ন রোগশয্যায় লক্ষ্মীপ্রিয়া শুয়ে আছেন। খালধারে একটা বস্তীর পিছনদিকে এর অংশে দেড়খানা কামরা নিয়ে শর বাস। কাদার আন্তর থ'সে দাওয়া, বাশ-বাথারী বোরয়ে পড়া, দেয়ালের গায়ে; কয়েকটি দেবদেবী ও পুরোণ ক্যালেন্ডারের ছবি আছে। ঘরের এক কোণে একটা বড় পুরোনো কেবোদিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপরে প্রায় তাজা ছ'টো তোরঙ্গ আছে। পরাচন কাপড়ের হরেক রকম পাড় জুড়ে তৈরী একটা ডাকনি তার ওপরে চাপা দেওয়া আছে। দেয়ালের একটা কলুঙ্গীতে সমতনে একটা লক্ষ্মী ঠাকরণ এসান আছে। আর এর ঠিক নাচেই খড়্‌খড়ের ওপরে একটা গলাভাঙা মাতীর কলসীগ্র মুখ, একটি তেবড়ে দাওয়া এনামেল চটা লোহার ভাস দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের দিকে চাহলেই বোঝা যায়, কত দীর্ঘ দিন ধরে কত অভাব বঞ্চনা বেদনা আর উদ্বেগ নিয়ে, এই সংসারের খেলা খেলে, দানের পর দান হেরে হেরে অবসন্ন লক্ষ্মীপ্রিয়া আজ সংসার থেকে সরে যাবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে। তার চোখের সামনে জানালার মাথায়, বিয়ের পর স্বামী জ্বা একসঙ্গে যে ছবিটি তুলেছিল, সেটি ঝুলছে। চটা ওঠা আধভাঙ্গা ফ্রেমের ওপরে আবার একছড়া তাজা গাঁদা ফুলের মালা আজ ঝোলান হয়েছে।

মেয়ে বানী, বয়স ১৯২০ বৎসর। বিমর্ষ হতাশ মুখে মাথার কাছে বসে আছে। ডানহাতের পাখাটি মাঝে মাঝে নেড়ে মায়ের মাথায় বাতাস করছে আর বাঁ হাতে অবাক চোখের অঝোর ধারা থেকে থেকে মুছছে। ঘরের বাঁ পাশের খেলা কানোলা দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলো এক ফালি এসে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বকের উপর পড়েছে। শুধু ঐ টুকু আলোতে কংকালসার ভাঙাবুক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংগে সংগে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে দেখা যাচ্ছে। বোকা যাচ্ছে, যে সে এখনও বেচে আছে। বয়স তার বাই হোক, বার্থতার তীব্র বাথায় জীবনের দিনগুলি দীঘ থেকে দীঘতর হ'য়ে তাকে আজ হিসাব নিকাশের অতীত একটা বয়সে উপস্থিত করেছে। ঘর নিস্তরু নিঃশব্দ। দূরে বস্তীর অজ্ঞাত ঘরের কথাবাণী রস রসিকতা আর খালপাড়ের নোকো-মাঝি কুলী-মজুরের সাড়া নেই আসছে। কোন পূর্ববৎসরের মাঝি উচ্চকণ্ঠে গান ধরেছে

“মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে।

আমি আর বাইতে পারলাম না।”

বস্তীর তপ্পর একটি ঘরের ভাড়াটে, বসিযসী পুঁটি ঠাকরুণ কগীর খবর নিতে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকলেন।

পুঁটি। ঘরে তোদের আলো নেই কেন রে বাণী?

বাণী। । কান্নাচাপা অবসন্ন স্বরে] লণ্ঠনে তেল নেই মাসী।

পুঁটি। মরণমুখী কগীর ঘর। আঁধারে ভয় করে না?

বাণী। না।

পুঁটি। মাহুসের শেষ সময়ে, তার মরে যাওয়া আত্মজন সব সংগে করে নিয়ে যেতে আসে। শুনিস নি?

বাণী। শুনেছি। আত্মজন আমাদের কেউ ছিলওনা আর নেইও। থাকলে মার কাছে শুনতাম।

পুঁটি। তোর গাঝা আসেনি বুঝি? মাহুসটার কি বে আক্কেল, ভেবেই পাই না বাবা।

বাণী । দাদা এসেছে । তাকে খুঁজতে গেছে ।

পুঁটি । খুঁজতে আবার কোন চুলোয় গেলো 'বিশ্ব' জানে তো, যে সন্ধ্যার সময় ইন্দিরনাথ ঐ মহাবীর সার দোকানের আশে পাশে মদ খাবার আশায় ঘোরে ।

বাণী । দাদা বোপ হ'ব ঐ শুঁড়িগানাতৈতৈ গেছে ।

পুঁটি । ছোট্টকা কোথায় ?

বাণী । ডাক্তার দেখে গেলো, তা'ব স-গে' গেছে ।

পুঁটি । ডাক্তার কি বসে ?

বাণী । কিছুই বলে না । শুধু হুম বলে উঠে গেলো ।

পুঁটি । বিনি পয়সা'ব চিকিৎসা কিনা ? গেবা'ছি নেত । তোর মা কি বুঝছে ?

বাণী । কি জানি ।

পুঁটি । সে কি লো ? দেখি ! এগিয়ে উবু হ'য়ে বকের , কাড়ে লক্ষ্য করে শ্বাস বইছে আহারে, বোধহয় ঐ মুখপোড়াকে একবার জন্মের শোণ দেখবার আশায় প্রাণটা এখন ও বয়েছে ।

বাণী । তা হবে ।

পুঁটি । সিক তাত । আমি ত' কম'স কম' বিশ বছর পরে দেখছি, সে রাত বারোটা হোক - একটা হোক—মিন্‌বের জেগে জেগে বসে থাকতো । তোর বাবাও আগে তো মদ খেতনা । লড়াই বাজারে গুর মাথা খেল ।

। ছোট ছেলে ছোটকা এল । বয়স ১৬১৭, দেহের কাঠামো ভাল, তবে পরিপুষ্টির অভাবে মাংসহীন । পরনে ছেঁড়া হাক্‌প্যান্ট, গায়ে শক্তছিল গেঞ্জী ।

চাট । দেশলাই কোথা দিদি ?

বাণী। রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে দেখ। [হাতড়ে, কুলুঙ্গী থেকে দেশলাই বের করে একপয়সা দামের মোমবাতি জ্বলে কুলুঙ্গীতে বসিয়ে দিতে ঘরের বিকটতা আরও প্রকট হয়ে উঠল। গাঁদা কুল কোলান ছবিটির দিকে চেয়ে বিরক্তি ভরে পুঁটি ঠাকরণ বললেন।

পুঁটি। ম-র-ণ দশ। 'এই ছবিতে আবার মালা কোলান হয়েছে। কে কোলালে ?
ছাঃ বিয়ের পর দুজন্যর একসঙ্গে তোলা ছবি কি না।

বাণী। মা সকাল থেকে এমন বায়না ধরলে -

ছোট। তাইত আমি মিণ্টুর ঠেঙ্গে চারটে পয়সা ধার করে—

বাণী। বেশ করেছিস্। থাম্। ডাক্তার গুণ দেয়নি ?

ছোট। না। গঙ্গাজল খাওয়াতে বলেছে।

পুঁটি। বাণী, গঙ্গাজলই গর মুখে দেখা। আহা ! অণ্ডে ঠাকুর যেন দয়া করে। এ জন্ম ত ভ্রুণের বোকা বয়েই গেল, আর ভ্রুণে যেন সুখ হয়। আমি চলুম। ভাল চাপিয়ে এসেছি তো। বঠনটা থাক্। জালো ! আজ খাবার ব্যবস্থা কি তোদের ?

বাণী। সে দেখা যাবে।

ছোট। বারে ! এদিকে আমার শালা পেট চুই চুঁচ

বাণী। কি চ্যাচাচ্ছিস্ ছোটকা ?

ছোট। যা যাঃ। আমার যা ক্ষিদে পেয়েছে, নিজের হলে বুঝতিস্। মাইরি মাসী ! মায়ের অসুখ হয়ে অবশি আমার শালা হাড়ির হাল হোল।

বাণী। মা নিজের না খেয়ে যাওয়াত কি না !

ছোট। খাওয়াতই তো। এখন দিদি বাড়ীর গিন্নী। আমাদের কলা দেখিয়ে, নিজেরটি ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে।

বাণী। শোন মাসী ! কথার ছিন্নি দেখ।

ছোট। হরিদা চুপি চুপি আসে কেন? আমরা থাকতে আসেনা কেন, আমি কিছু বুঝিনা বনি?

বাণী। কি বেইমান রে তুই? ভদ্রলোক অসময়ে দয়া করে কত সাহায্য করছেন।

ছোট। সেত জানি। কদিন মার ভগ্নে মাগু মিছার এনে দিয়েছে। আর সেদিন দেখলুম না, ঠোঙ্গাভর্তি বেগুনি।

বাণী। শুনছ মার্দা! শুধু মাড থিদের ডালায় খাচ্ছলাম, তাই চার পয়সার ওই সব এনে দিল। ওমনি ছুটে এসে ভাগ বসালিনা?

ছোট। সেদিন দেখে ফেল্লুম কিনা তাই।

বাণী। চুপ কর বেইমান! অসময়ে ভদ্রলোক কত উপকার করছেন -

ছোট। যা বা। বিনি মতলবে সব শালাহ উপকার করে।

বাণী। ভদ্রলোকের ছেলে আর কথা কওয়ার কি ছিঁরি!

ছোট। কোন শালা ভদ্রলোকের ছেলে। পাডাতে তো বাবার নাম ইন্দির মাতাল।

বাণী। অতান্ত রেগে চুপ, চুপ করি!

ছোট। | বাকি মেরে সরে গিয়ে। কত চুপ কব? খেতে পাবনা, পরতে পাবনা, ভদ্রলোকের ছেলে, ভারী ত আমার ইয়ে! ই মা টি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের জল সেলে -

বাণী। দোহাই তোর। চাঁচাম্নি ছোট্কা।

ছোট। [গলার সুর নামিয়ে] মাইরি! শুধু ই মার জন্তে। নহলে কবে try নিতুম। নিত্দা রোজ বলে—ছোট্কা এমন হাত সাধাই তোর, কাজে লাগারে। দুঃখ ঘুচে যাবে।

বাণী। খুব বাহাদুর হয়েছিস দেখছি। বাপমার দুঃখ যদি বুঝিস্।

ছোট। বাবার দুঃখ বুঝতে যাব কেন? আমাদের শালা হরি মটর, দফায় দফায় উপোস, আর বাবার তো রোজ মাল জোটে। কি আর বলব মাসী, ই মাদারটি, নিজেও ম'ল, আমাদেরও মেয়ে গেল।

বাণী। তুই কি কিছুতেই চুপ করাবিনা ছোটকা? ,। মার মুখের কাছে কান পেতে শুনে] ঐ ছোটকা চাঁচাচ্ছে মা। মার কাছে আয়। ম ডাকছে। , ছোটকা মার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, মুখের কাছে বুঁকে কোমল কণ্ঠে বলতে লাগল]

ছোট। কি বলছ মা? আমি যে তোমার কথা শুনতেই পাচ্ছি ন'। কোথাও যাইনিতো মা। নিজে হাত মার বুকের কাছে সন্নেহে রেখে তোমার কাছেই তো সারাদিন আছি মা। কি? না বাবা তো এখনও আসেনি।

পুটি। আহা রে! ঐ মিনষেকে দেখবার জন্তে এখনও প্রাণটা আছে। ছোটকা।

ছোট। [উঠে এসে] কি মাসী?

পুটি। তোদের এ বাড়ীতে আসা অবধি আমি তো দেখছি। তোর মার বড্ড মায়ার। তোদের কেউ চোখের আড়াল হলেই ও হেঁদিয়ে যেত। আজ মার কাছেই থাকিস বাবা।

ছোট। বারে? পাব না কিছু? গার তো কিছুটি নেই। বাইরেও কোন শালা আর ধার দিতে চায় না। ঠোঙা বেচে কি সংসার চলে?

পুটি। আমার ভাত নামলেই ডাকব। আমার ঘরেই থেয়ে নিস্।

ছোট। [খুদী হয়ে এক গাল হেসে আদারের স্তরে বলল। মাসী! তোমার তো ছেলেমেয়ে হয় নি। আমার ধর্ম ছেলে করে নাও না। মাইরি! তা হলেই পেটটা চলে যায়। আমি ফুট ফরমাস খেটে দোব।

পুটি। একটা পেট পোষা মানে ২০১২৫ টাকা। আমাদের মত কোন মেসো মাসীর সে ক্ষমতা নেই রে বাবা! পোড়ার দেশে আগুন লেগেছে। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে গেলেন]

[ছোটকা ফিরে চেয়ে দেখে বাণী কাঁদছে।]

ছোট। জার্নিস দিদি! মার চোখের জল দেখলে আমারও কান্না পায়রে। তাই তো কিছুটা করতে পারছি না। বেমকা ধরা পড়ে মার খেলে, কি জেল ফেল হলে মা কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে, তাই। নইলে খালি গা, খালি পা, ছেঁড়া তালিমারা প্যাণ্ট, দিনরাত শালা পেট চুঁই চুঁই—কি আমার ভদরলোকের ছেলেরে!

বাণী। কুঁপিয়ে কেঁদে উঠে] ও ছোটকা দোহাই তোর, চুপ কর

ছোট। কত চুপ করে থাকা যায়? পাড়ার কোন শালার চায়ের দোকানে একটা কাজও জোটে না।

বাণী। ওরে শোন! মার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আগে প্রাণটা বেরোক তারপর যা ইচ্ছা করিস্। কেউ কাঁদবে না।

ছোট। [উঠে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে] মা মরবে কেন? আর বাবা পাঁচবে কেন? আমার চায়ের দোকানের কাজ—

বাণী। বাম্। চুরি করেছিলি যে! সে কথা ভুলে 'গেছিস্। তাই সে কাজে জবাব হয়েছে।

ছোট। নো, আমি বলছি নো। খিদের জ্বালায় ততো সিদ্ধাড়া খেয়ে ফেলেছিলুম, তাই দোকানদার মেরেছিল, সে-ত শোধবোধ হয়ে গেছিল। ঐ মাতালটা গিয়ে তাদের সংগে গালাগাল মারামারি শুরু করলে। তাই তারা আমায় তাড়ালে। কে হুজুং সইবে? আমরা সই বলে অগ্নে সইবে? নেভার, মাতালটা আমাদের সব্বাইকে গালাগালি করে আর মারে। সেদিন মাকে লাগি মাল্—আবার বলে কিনা, তুমিই আমার এই সর্বনাশ করেছ।

বাণী। ওরে কি লাগ্য নিয়েই আমরা জন্মেছিলাম রে।

ছোট। দাদার গায়ে তো জ্বর আছে। একদিন দেয় না কেন ওর গলাটা টিপে। আমিও বোধহয় পারি দিদি!

[নেপথ্যে হুড়মুড় করে কি একটা পড়ে যাবার মত শব্দ
হল, বড় ভাই বিগু হেঁকে বলল “ছোটকা আলো জ্বাখা”।
ঈষৎ মাতাল অবস্থায় ইল্লনাথ ঘরে ঢুকল, সঙ্গে এলো
বিগু। তার পরণে প্যান্ট বুস সার্ট, পায়ে পালিশ করা
তালি দেওয়া জুতো।]

ইল্ল। Home sweet home! 'Tisn't no place like home.

আমার সিন্ধুনন্দন সেন কোথায়? আমার এই দেহকো?
ছেলে বেলায় পড়েছিলুম, ^{সিংহাসন}সিংহাসন করেছি। [তক্তা-

পোষের নীচে থেকে আধভাঙ্গা একটা মোড়াল বের করে ছোটকা
এর্গয়ে দিতে তাঁর খেয়ে বসে বলল। ^{জান না}Balance ঠিক রাখতে
কোনদিনই পারব না। থাকবে যাক। ^{তবুও}তবুও ^{এতখানেক}এতখানেক
আছে রে? ^{কি}কি কথা নেই কেন? হয়ে গেছে নাকি?

বাণী। বাবা!

ইল্ল। এম থামলি কেন? বল না? বলে যা। তোর মাম কথা শুনে রোজ
শুনে শুনেও শিখতে পারিসনি? রোজই কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলে
“সেই তুমি এমন হলে কেন?” একটু থেমে কেন এমন হলাম,
তার জবাব কে দেবে? দারিদ্র্য দৌলত রাশি নাশি। এই বিগু,
শ্যাম বা বাচ্চা! বড় কায়দেটিক ড্রেস পোষাক দেখছি যে!
অথচ একটা কাজে ভোটোতে পারিল না ^{২১}২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

বিগু। [উদ্ধতভাবে] না।

(ওইমান)

ইল্ল। বেইশ্বান! নিমক্কারাম! বাপ মাকে খেতে দিলে মহাপাপ হয় না?

বিগু। পড়িয়ে গুনিয়ে কত পাশ করিয়েছ? মাইনে বন্ধ করে গুল থেকে
ছাড়িয়ে নাওনি? কাজ! কাজ রাস্তায় পড়ে আছে। তবু যখন
যা পেয়েছি এনে মাকে দিয়েছি! আর সেই টাকায় তুমি মদ কিনেছ!!

আমি তোমার থাইওনা, পরিওনা।

ইল্ল। Rascal! Swine! Son of a bitch,

বিশ্ব । [উঠে দাড়িয়ে] খবরদার গালাগালি দিওনা ।

ইন্দ্র । উঠে দাড়িয়ে । কি মারবি নাকি ?

বাণী । | হাত জোড় করে | দাদা তোর পায়ে পড়ি চুপ কর । | বিশ্ব দাতে
দাত চেপে মুখ নীচ করে মাটিতে বসে রইল ।

ইন্দ। [আপন মনে গজরাতে লাগল] মদ গেলে - মদ গেলে - .ক মদ
গেলে বলেছে, জানিস ? ই শুয়ে আছে--মরছে,—

বাণী। বাবা, মা যেন কি বলছে। একবারটি কাছে এসে শোন।

ইন্দ্র। কি আবার বলবে! চিরদিন যা বলছে তাই বলবে, তোদের দেখতে বলবে। আমার দিকে কেউ দেখেছে? সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটানি, বেদম হুয়োঁছ, তার উপর হুণ্ডায় তিন চার দিন ওভার টাইম, কি পেয়েছি, কি পেরেছি—যা এনেছি সব দিয়েছি তোদের সংসারের জুগ। এখন বড়ো বলে discharge করেছে। ব্যাস-নোম ভোলা।

সবাই চুপ করে রইল : ক্রমশঃ ভূমিয়ে পান ধবল।

স্বপ্নের নেশা চটে যাবে

ଆଉ ଯେଥାରେ ବାସର ଶଯ୍ୟା

কল সাজে মাজাবে

কাল হ্রত ভাই সেঁখানে।

শুশান দেখতে পাবে ।

শালা গরীবের ছেলের বোড়া রোগ! সুখের নেণায় বিয়ে ক'রম।
এখন, এই সব পুত্র-কন্যা। নিজের সবনাশ নিজে করেছি নিজের
পায়ে নিজে কুড়ল মেরেছি।

বিশ্ব। [সহ্য করতে না পারে কৃত স্বরে] হা তাহ করেছ, বিয়ে করে নয় মদ
গিলে গিলে। মদ্যমিত্ত - মদ্যমিত্ত।

ইন্দ্র। চোপ রাও! গুয়ার কা বাচ্চা! তুই কি জানিস রে? ওই যে গুয়ে
 রয়েছে, সে জানে। চড় চড় করে বাজারে সব কিছুই দাম চড়ে

৩৭ন

গেল। ডাইনে আনতে বায়ে কুলায় না। ^{একটু} উনি বলেন “একটু মদ খেলে যদি দম পাও, ^{৩৭}খেয়ে ওভারটাইম খেটে-টাকা আন” আমরা পারি না পারি মালিকের কাজ চাই। টাকা ধরিয়ে দিলে। [স্ত্রীর দিকে চেয়ে। টাকা নেবে টাকা,

মন-রবির স্ততে বাধিয়ে রে যখন,

কোথায় হবে ঘর দরজা কোথায় বন্ধগণ।

বাণী। বাবা অমন করোনা একটু চুপ কর।

ইন্দ্র। আচ্ছারে আচ্ছা। এহ চুপ করলুম, বল্লই বা শুনেছে কে? আর শুনেলই বা বুঝে কে? [দরজার দিকে চেয়ে] কে? ক ওখানে দাড়িয়ে?

ঐ বস্তীর অপর অংশের বাসিন্দা হরিসাধন ঘরে এল।

হরি। আজ্ঞে আমি হরিসাধন। বস্তীতে ঢুকতেই বাহাতি যে ঘবটা সেহ ঘরে

পাকি।
হন্দ। ^{৩৮}কি চাই?

হরি। আমি গুর খবর নিতে এসেছি। আঙ্গুল দিয়ে রোগানির দিকে দেখাল।

ইন্দ্র। খবর? কি খবর চাই? স্ত্রীর না কুখবর?

হরি। স্ত্রীর হত লোকে চায়।

ইন্দ্র। বাস তবে শুনে যা। এত যে আমি নাম ইন্দ্রনাথ চকোতি, আজ দেখছ বেস কাঠ, কিস্ত এতদিন এরও যোবন ছিল। আর ঐ যে দেখছ লক্ষ্মীপ্রসাদে ডা চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানার সঙ্গে ^{একলতে মিশে} মিশিয়ে—বাবি খাচ্ছেন, ওরও একদিন কপ যোতন সবই ছিল। বিশ্বাস হচ্ছেনা? আচ্ছা দেখাচ্ছি। স্বচক্ষে দেখে বাও তার সাক্ষী রয়েছে, ঠাণ।

[উঠে টলতে টলতে ছবির কাছে গিয়ে]

মালা চড়িয়েছে কে? কে চড়িয়েছে এ মালা?

বাণী। সবালে মা বলেছে তাহ—

ইন্দ্র। বলেছে বুঝি। ৭। লক্ষ্মীপ্রিয়ার দিকে চেয়ে। সাধ করে বিষ খেয়ে
পঁচিশ বছর তার জালায় জলে জর জর হয়েও ভালোবাসার সাধ
মেটেনি? জীবন তিলে তিলে কইয়ে দিলে। কি গেয়েছে?
আজীবন দুঃখ লাঞ্ছনা আর অভাবের দংশন। 'Fool Idiot' এই
ছোটকা মালা ছিড়ে গেল। ^{দাঁড়িয়ে} ওঠ—উঠলিনি? আচ্ছা আমিও ছিঁড়ে
হেলছি।

[ছবির দিকে এগুতেই বিস্ম হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিলে।]

কি গায়ে হাত তুলছিল?

বিশ্ব। ওচ্চিতে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি।

ইন্দ্র। [মৃদুবেগে অধঃস্থ হাঁসি হেসে] জীতা রকো বেটা। ^{মাষ্টার, অধ্যাপক} লক্ষ্যছো? ^{পারদর্শন} মাতৃ-ভক্ত সন্তান। ^{পিতৃ} আজ্ঞায় ^{মাতৃ} মাতৃভক্ত্য করেছিল।
আর কলিতে বিস্মরম পিতৃভক্ত্য করবে, হারামজাদা, বেরোও বাড়ী
ধেকে, কেরোও

বাণী। বাবা—বাবা—ওমা-মাগো—কৈদে উঠল।

ইন্দ্র। [পেছিয়ে এলো] কি হলরে বাণী, ফুরিয়েছে?

বাণী। ও দাদা ও ছোটকা—মা-যে কেমন করে উঠল,
ছোটকা আর বিশ্ব মার কাছে গিয়ে কৈদে উঠল মা মা]

ওগো মাগো—মা আমাদের ছেড়ে গেলে মা—

ইন্দ্র। [তোর কাদিসনে ^{এতদূর}] ও জুড়িয়েছে রে জুড়িয়েছে।

[মোড়ায় বসে হাঁটুর উপর কলহ রেখে ত্বাহাতে মুখ ঢেকে দুলতে লাগল।]

[পুঁটি ঠাককন ছুটে এসে শিয়রে দাড়ল]

পুঁটি। বাণী।

বাণী। আর নিঃশ্বাস পড়ছেনা মাসি। মা আমাদের ছেড়ে গেল।

[পুঁটি শুক্ক হুঁরে দাড়িয়ে বইল। ওরা কাদতে লাগল—মা—ওমা—]

ইন্দ্র। [হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে] ^{এই} ওরে তোরা ^{চুপ কর} চুপ কর ^{দেখ} দেহে ^{ছেড়ে} ছেড়ে ^{আমরা} আমরা

কি মামার আশে পাশে ঘোরে। ওকে তোলা নিরুত্তি দে—ও চির
 দুঃখের হাত এড়িয়েছে, আমার হাত এড়িয়েছে, তাদের হাত এড়িয়েছে,
 ওকে নিরুত্তি দে।

[ছুটে গিয়ে ছাব টেনে নিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে]

লক্ষ্মীপ্রিয়া—প্রিয়—তোমার আমার সারা জীবনের ভুলের আজ শেষ
 লে। আমি তোমার ছুটি দিলাম—^{তুমি} ছুটি দিলাম।

বাবা বাবা—

[ইচ্ছানাথ টলতে টলতে চলে গেল]

বাণী—বাবা—বাবা

পুটি। ওকে যেতে দে বাণী, আর ডাকিসনা। মদ গিলে গিলে পাগল হয়ে
 গেছে।

বাণী। আমাদের কি হবে মামী ? আপন জন বলতে কেউ যে নেই।

হরি। বাণী স্থির হও। কাদবাব সময় নেই আমাদের। আমরা যে গরীব।

‘স্তর হয়ে শেষ কাজেব ব্যবস্থা করতে হবে।

বাণী। তাকা কিড়ি কিছু নেই—কিছু নেই কি ব্যবস্থা হবে ?

হরি। সব হবে। বিত্ত তাই ও। লোক ডাকতে যাও—আমি খাট আর
 কাপড় কিনে আনি।

[বিত্ত আর হারসাদন চলে গেল।]

ছোট। মামী

পুটি। কি বাবা।

ছোট। মা আর তো দুঃখ পাবে না ? আর তো কাদবে না ?

পুটি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে [না ওর সব দুঃখের শেষ হয়েছে বাবা।]

[ছোটকা মার বুকের ওপোর পড়ে বলতে লাগল]

ছোট। মা, শুধু তোমার মুখ চেয়ে, শুধু তুমি দুঃখ পাবে বলে আমি কক্ষোনা
 তোমার কথা ঠেলিনি। আত্ম থেকে যা ইচ্ছে তাই করবো। মরবো

তবু তুংথ সহিব না। জেল ফাঁসী গা হয় হবে। তুমিত আর দেখবে না!
তুমিত আর আমার জন্তু কঁাদবে না!

[পুঁটি ঠাককণ ছোটকার পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। বাণী উঠে
জানালার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দূরে চেয়ে রইল
পুঁটি। বাণী। এখন থেকে সব ভার যে তোর মা। আর এখানে আর।
[বাণী এসে পুঁটিমাসির কোলে মুখ লুকিয়ে কঁাদতে লাগলো।]

—পর্দা

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

। বস্তুর সামনের পথ। দেয়ালের গায়ে ছোট মন্দিরটির রকে বসে—
‘বকুট বিচিত্র ছেড়া পোষাক পরা এক দল ছেলে যে বার মত উঁচু গলায় পড়ে
গাচ্ছে। সাধন পাশে বসে তাদের পড়াচ্ছে। একটি ছেলে সাধনের কাছে
দাঁড়িয়ে পড়া দিচ্ছে

হরি। ঢালা। বানান কর—কুস্মাটিকা।

ঢালা। করে ~~হুঁউ~~ দীর্ঘউ

হরি। প্রথমই ভুল।

আশু। আমি বলব মাস্টার মশাই। • করে দীর্ঘউ—২৪১

হরি। দাঁড়া তোর পড়াও ধরছি। পড়া হয়েছে?

আশু। অনেকক্ষন, ঐ আকাইল্যা আমার বই নিয়ে পড়ছে যে নইলে কখন পড়া

দিভুম। তোর পড়া হয়নিরে?

আকাই। এই হলো। ভাড়া দোষ দূর কর। আচ্চা লোক স্নেহে থাকে

[হরি সাধন ছালালের পিঠে হাত বুলিয়ে]

হরি। পড়া করিসনি ক্যান ?

তলা। কাল ঘরে আলো ছিলো না। সকালে ল্যাবলুস বেচে ঘরে আসতে অনেক দেরী হ'ল।

[বামাচরণ ভিতর থেকে এসে সব দেখে]

বামা। আরে এ যে দস্তুর মত পাঠশালা বসিয়েছো হে !

হরি। যেদিন সময় পাই এদের নিয়ে একটু বসি।

বামা। খুব ভালো কাজ কর। সারাদিন ছোটোপটি আর হৈ হল্লা। অশ্রুত এটা ত বন্ধ করেছ ?

আশু। ইস্ ! আমরা বুঝি তাই করি ?

তলা। আমি ল্যাবলুস বেচি। আকাইল্যা তার মার সঙ্গে দ্যাষ্টরিতে পোড়া কয়লা কুড়ায়—^{সুন্দর} তরকারীর দোকানে বসে -

বামা। কি আমার রোজগারে মদ সব ! থাম্। জান হরিসাধন যে রকম আবহাওয়ায় আমাদের বাস—এখানে মানুষ গড়া বড় কঠিন। যদি এদের ভেতর দুটো চারটেকেও মানুষ করে খাড়া করতে পার, তবে বলব তুমি বাহাদুর।

হরি। চেষ্টা ত করছি।

বামা। ভালো ঘরের ছেলে তুমি—ছেলে বেলায় পড়াশুনা ওঠা বসা সব ভালো লোকের সঙ্গে করেছ, ভালো মনের জ্ঞান হয়েছে। তাই এদের ভালো কস্তে চাইছো। এরা যে জন্মে ইত্বক ছাঁচডাম, নোংরাম ইতরামো দেখে বড় হয়—শেষ পর্যন্ত ঐটেই স্বভাবে দাড়িয়ে যায়।

হরি। সেত বুটেই। তবে কি জানেন, এরা দুঃখের ঘা খেয়ে খেয়ে এমন মজবুৎ আর শক্ত যে উৎসাহ আর সুযোগ পেলে এরা অসাধ্য সাধন করবে।

। পচা আর তার মা তারিনী বাহিরের দিক থেকে এল ।

।পচা। মা এই যে দাদা ।

আকাইল্যা সভয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইল

তারি । আকাইল্যা । পোরা কপাইল্যা তুই এখানে বইয়া আছস ।

হরি । ও পড়ছে তারিণী দিদি ।

তারি । পরে না আমার ছোদ্দাঙ্গ করে । তারে চাউল দিয়া পাঠাইলাম সারা দিনরাত খাওন নাই । হেই হক্কালে ফাষ্টারিতে ঘুইরা ঘুইরা দুই ডালী পোড়া করলা কুরাইয়া বিক্রী কইরা অরে চাউল কিনা দিয়া ঘরে পাঠাইলাম । আর পোরা কপাইল্যা- এই থেলা লইয়া মাতছে ।

হরি । পেলা !

তারি । এত' পড়া পড়া থেলা । পইড়া পাঁওত হইব ! ডজ ব্যারিষ্টার হইব ! কুলি মজুর হইয়া প্যাচ চালান লাগব । লাউয়ের ঝাঁড়ে কুমড় হয় না ! তবে আইজ মাইরা শাদ করুম । । তাড়া করল

বামা । থাক থাক । । বলে বাধা দিলো ।

তারি । আপনেরা আমার ভুখ বোঝাবেননাত । এই তুইটারে বাচাইতে আমি যা করি ।

হরি । সে ত আমরা রোজ দেখছি দিদি । মা হয়েছ ছেলে বাচাতে ত' হবেই । ছেলেরা মাগুষ হয়ে বাঁচুক এ ইচ্ছে ত' নিশ্চয়ই আছে ।

তারি । ইচ্ছা ত' কতই আছে । একটাও ত' হয় নাই । ঘর নাই, বাড়ী নাই, বিপদে আহা বইলা দারানের কেউ নাই । মায়ে মরার আগে এক ঘুইরার লগে বিয়া দিয়া গেল । আর হেই বুইড়া এই দুই আভাইগ্যা পোরা কপাইল্যার বোকা আমারে দিয়া সইয়া গেল ।

বামা । পালাল ?

তারি। মরল। মরল! হেই মরণ ত' হইল—পাঁচ বছরের লাইগা আমার
কপাল পোরাইয়া—এই ডট জঞ্জাল—বিধির বারণ।

হরি। ছিঃ ছিঃ দিদি। তোমার সোনার চাঁদ ছেলে। অপরের বই নিয়ে
পড়ে প্রথম ভাগ শেষ করে—দ্বিতীয় ভাগ পড়ছে। এই তিন মাস
হয় বসছে আমার কাছে। ওর নিজের পড়ার কত ইচ্ছে।

তারি। কি কইলেন? পরের বই লইয়া পরছে। হারামজাদায় মায়েরে
বইয়ের লাইগা কয় নাই কান?

বামা। তোমার চুংখ কষ্ট দেখছে—কি ভরসায় বলবে বল?

তারি। কান? আমি যাওয়াতঃ পারি—পরণে দিতে পারি' আর বই দিতে
পারি না? পোরা কপাইল্যা' বিধির বারণ।

বামা। সেজন্ত কিছু ভেবে না। আমি আজই ওকে দ্বিতীয় ভাগ কিনে দেব।
ও বৌ-বৌ—শেষে পেমিল সব কিনে দেব।

‘ততঃপৰ দিকে গজল।’

তারি। আপনি দিবেন কান?

বামা। আমার পাড়ার ছেলে পড়বার সাপ—বইয়ের অভাবে পড়া
হবে না!

[পড়ি ঠাকরুন এল]

একটা টাকা দাও ওই ছেলেটিকে বই গেলেট কিনে দেব।

তারি। না আপনার দ্যাওন বাগান। দাদা ই আষ্ট আনা দ্বিলাম আর
বাকী কাইল দিমু। তুমি দাদা আমার এটারেও মাগুষ কইরো আমি
যত চুংখ পাইলাম—অগ কপালে যান্ তত গুণ হয়। স্যাবা দে
পোরা কপাইলা, গুরু—তগ গুরু হয়—

[আকাইল্যা ও গচা প্রণাম করল। হরিসাধন তাদের জড়িয়ে
ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল]

মা। হাঁ, তুমি বাহাদুর বটে—এই ছেলেরা, চল আমার সঙ্গে, সববাইকে
~~ফুলুড়ী~~ খাইয়ে দেব, চল চল।

—ছেলের দল নিয়ে বামাচরণ চলে গেল। ~~পুঁটি ও তারিণী~~ চালের
ঠোকা নিয়ে ভিতরে গেল। পুঁটি যেতে যেতে বলল।]

টি। এই সাধনের মত ছোটো চারটে মানুষ কি করবে বোন—আমাদের
মাথায় যে ভঃথের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। ছেলে পুলে নেই—ছোটো
মানুষের সংসার তাই চলে না। পেটে খেতে পিঠে নেই—

[ঝাপলা সেই দিক থেকে এল]

প। ছেলের পাল নিয়ে বামাচরণ মেসো হৈ হৈ কন্তে কন্তে কোথা
গেল।

র। পাড়ার ছেলেরা পড়াশুনা করছে দেখে খুশী হয়ে ওদের ফুলুড়ী কিনে
খাওয়াবে।

প। ও, পেরাইজ দিচ্ছে? কিন্তু ফুলুড়ী ক্যান? আজ সকালে এক ঠোকা
মুড়ী আর চার পসার ফুলুড়ী খেয়েছিলাম ঐ দোকান থেকে, ~~আজ~~ যা
পেট কামড়াচ্ছে—এক খোরাক ওসুধ দাও দাদা।

রি। ওসব খেতে গেলি কেন?

প। পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। এদিকে আমি আবার রাঁধতে
পারিনা,—দিনরাত ভ্যানর ভ্যানর, দিয়েছি ঠুকে—

র। যত দাপট বুঝি ঐ পরিবারের ওঁপোর। চল হতভাগা—

[হরিসাধন ও নেপলা ভিতরে চলিয়া গেল। ছেলের দল
নিয়ে বামাচরণ ফিরে এল]

মা। ঐ যাঃ, তোদের গুরুমশাই পালিয়েছে—

বিশু। আমাদের আজকের পাড়াতো হয়ে গেছে।

বামা। তবে আর কি—যা আমিই তোদের ছুটি দিয়ে দিলুম।

[ছেলেরা বই শেলেট নিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেল।] বামাচরণ
বাইরের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে
তাপলা এসে ডাকল।

তাপ। মেসো!

বামা। কিরে তাপলা?

তাপ। ছেলেদের পেরাইজ দিলে না কি?

বামা। হ্যাঁ! মনটা বড় খুসী হয়ে গেল। হরিসাধন যখন বা
এরা সব ছুঁথের যা খেয়ে খেয়ে এমন শক্ত আর মজবুত, ওরা উৎস
পেলে অসাধ্য সাধন করবে। মনে হোল সত্যিইতো! কেউ
আমরা বলি না, যে তোবা মানুষ;—দিন রাত গালমন্দ মার খে
অকথা সুকথা—

তাপ। লাথি ঝাঁটা খেয়ে আমাদের সবার মনটা শালা ছোট হয়ে গেছে—

বামা। এই হচ্ছে আসল কথা। আমাদের যা হবার তা-ত' হয়েছে, এখ
যাদের পয়দা করে ছুনিয়া ছেড়ে যাব তাদের ভাল হোক, এ সাধ
হয়!

তাপ। হ্যাঁ মেসো, তা কি হবে?

বামা। জানি না বাবা, তবে যে হবে বলে ভরসা দেয় তাকে ভাল লাগে—
হরিসাধনকে সবাই এজন্যে ভীলও বাসে।

তাপ। দয়াময়া খুব। হবে, ওরও ভাল হবে। কোথায় ঝঞ্জিলে?

বামা। বিড়ী কিনব বলে বেড়িয়ে ছেলের দল নিয়ে মেতে গেলুম।

ন্যাপ। ^{৮.৩}এবার বাড়ী ফিরে চল।

[ওরা বাইরের দিকে চলে গেল। বাণীর পিছনে এল
হরিসাধন।]

ম। বাণী !

শী। [প্রসন্ন মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে] কি ?

ম। [তার কাছে এগিয়ে এসে] রাগ করলে ?

শী। আমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে নাকি ?

ম। তুমি অমন করে হঠাৎ উঠে এলে কেন ?

শী। দেখছেন হাতে এই ঠোঙার বাণ্ডুল। এগুলো দোকানে দিয়ে চাল
ডাল আনলে তবে তো হাঁড়ী চড়বে।

ম। ও সব তো আমাদের বারমেসে ব্যাপার, তুমি উত্তর দেওয়া এড়িয়ে
যেতে এসব কথা শোনাচ্ছ।

শী। কি উত্তর দেব ? পথে দাঁড়িয়ে কি ওসব কথা কেউ কয় না শোনে ?

ম। [বিম্বল মুখে] আচ্ছা তবে যাও। বল ফিরে এসে উত্তর দেবে।

শী। সংসারের যে মূর্তি দেখলাম, তার পরও কি সংসার করার মূর্তি চলে ?

ম। তা বলে কি জগৎশুদ্ধ লোক নিয়ে করা ছেড়ে দেবে ?

শী। সবাই নিয়ে কেন বন্ধ করবে ? তবে আমাদের জন্তে ওসব বেমানান,
তাই বারণ।

ম। কেন ?

শী। কটা ভিক্ষুক—কটা কুঁড়ে বেকার বদমায়েস সৃষ্টি করার জন্তে কার বিয়ে
করার সাধ হয় বলুন ?

ম। আমি জানি বাণী আজকের জগতে দু'টো জাত আছে। একদলের
জন্তে সব রকম স্মৃতির ব্যবস্থা আছে।

শী। আর আমাদের জন্তে উপবাস—অপমান—নির্যাতন, আরও কত
হুংখের কত কি আছে। আমাদের কি মানুষের মতো ঘর বাঁধার
সাধ সাজে ?

হরি। তবু তারা ঘর বাধে, সেই ঘরে হাসিকান্না মিশিয়ে ঘর-কন্না করে তার।
তাদের জীবনের খেলা খেলে সার্থক হয়। তুমি ভয় পেওনা বাণী।
আমি তোমার মত পেলেই তোমার বাবাকে বলব।

বাণী। আমার মত হলেও বাবার মত হবে না।

হরি। কেন, আমি তোমাদের স্বজাতি নই বলে? এসম্বন্ধে আমার অনেক
কথা বলবার আছে।

বাণী। কথা আমারই কম আছে? কিন্তু ফুরসৎ কই? আমি যাই।

[অপূর্ব মিষ্টি হাসি হেসে বাণী চলে গেল। হরিসাধন তার গতিপথে
দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে—বাণী যে পথ ধরে গেছে, সেই পথ
ধরেই এগিয়ে চল। বিপরীত দিক থেকে এল ইন্দ্রনাথ, তার বেশভূষা আগে
চেয়েও মলিন, এবং চেহারা আরও জরাজীর্ণ এবং রক্ষ। একটা সিনেমার
চারচৌকো পাবলিসিটি ফ্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেটাকে বয়ে নিয়ে
সে। সেই পাবলিসিটির চারপাশে চারটি ছবি। একধার নাচ—একধার নাচ
অদ্ভুত ভঙ্গী করে কেবলে শুয়ে আছে, আর একটা নায়ক ও নায়িকা জড়াজড়
করে দাঁড়িয়ে, আর একটায় নায়ক সেই নায়িকাব গলা টিপে খুন করছে।
মোটট এক পাশে নামিয়ে রেখে ইন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতরের দিকে চলে গেল।
অন্তদিক থেকে একটা বিকট শব্দ করতে করতে অদ্ভুত বেশে ঘুঙুর পায়ে
এক কুড়মুড় ভাজা বিক্রেতা অনাথ ঢুকল। তার দৃষ্টি পাবলিসিটি বাস্তব ও
পড়তেই সে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ছবিগুলো দেখতে লাগলো, এমন স
হরিসাধন ফিরে এসে তার ছবি দেখার টং দেখে হেসে বলল]

হরি। এমন মশগুল হয়ে কি দেখছ অনাথ?

অনাথ। লোক পটাবার কায়দাটা দেখছি দাদা।

হরি। [হেসে] তার মানে?

নাথ। এই দেখুন না দাদা, পায়েরগুল থেকে পাছা—কাঁকাল বুক আবার হাত রাখারই বা কি কায়দা—আর কি ভঙ্গিমে! তারপর এই দেখুন জোড়া বেঁধে কেমন জড়াজড়ি কচ্ছে। ছাবার এই দেখুন নাচ। ওড়না ওড়ে ঝগড়া ঘোরে বম্ বমাবম্ ফরর্ ফরর্—আর এই দেখুন গলাটিপে খুন। লাও হুশ মজা—ত্রোক জুটবেনা দেখতে?

রি। লোক জোটানোর জন্তু সাজ ত' তুমিও করেছ ভাই।

নাথ। শুধু সাজ কি বলছেন দাদা। সংগে নাচ গান আমারও আছে। কিন্তু খদ্দেরকে আমি সোয়াদও কিছু দিই। আর পেটে দেবার মালও কিছু দিই, ওরা কি দেয়? রকম রকম গরমাই দেয়, কিন্তু আসলে ছায়া। সাধ মেটাবার আশা নেই।

রি। মনের খোরাক ত হয়!

নাথ। স্রেফ বদহজম। পরশু জানেন দাদা, আমাদের পাড়ায় খুব হলুস্ হলুস্ হয়ে গেছে। আপলা কারখানা থেকে টকি দেখে এসে শুয়েছে। ত্যাখন ওর পরিবার যেইনা ছুচার বার শুধালে “কি দেখে এলে? কেমন দেখে এলে—বলো না গো” অমনি তাকে দমাদম বেদম মার।

রি। সে কি? কেন বল ত? ঝগড়ার কথা আমাকেও বলছিল বটে।

নাথ। বুঝলেন না দাদা? [শোয়া ছবিটা দেখিয়ে] এই রকম সব কায়দেস্তিক মেয়ের ছবি দেখে এসে আপলা চক্ষু বুঁজে তাদের ধ্যান করছে, আর পাশে এসে ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ শাড়ী পরা একটা শাঁকচুরি, ঘানর ঘানর কচ্ছে। মেজাজ বিগড়ে গেল।

রি। বুঝেছি, খুব কাণ্ড ত!

নাথ। [জড়াজড়ি ছবি দেখিয়ে] দাদা, অপরের ঘরে চুপী দিয়ে এই রকম সব জড়াজড়ি রাখা যে কত মজা! সবাই ঐ মজা লিতে যায়।

রি। তুমি যাও না?

অনাথ। যাবনা কেন? আমি কি সন্ন্যাসী? ট্যাঁকে পরস্যা থাকলেই যাই।
যে বাজার পড়ল দাদা—দিল বেজার হয়ে গেল।

হরি। অভাবে পড়ে সাধু হয়েছ!

অনাথ। সাধু কোন শাল। দাদা, মানুষের দেহ মনে লালসা ত থাকবেই।
কিন্তু লোক মিষ্টি খেতে চায় বলে একবস্তা চিনি জোর করে গল
গেঁদে দিলে কি চলে? ফলটি কি হয় বলুন তো?

হরি। [হেসে] কুমিবিহার।

অনাথ। এই সুখ করতে গিয়ে সব কুমিবিহার অসুখ নিয়ে আসে। এ
এখানে কে রাখলে?

[কথার শেষের দিকে ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিল]

ইন্দ্র। আমি রেখেছি। আজ থেকে এই নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার এক
কাজ পেয়েছি।

অনাথ। বেশ বেশ! কাজের আবার ভালো মন্দ কি? কোন রকমে এ
পেট চললেই হল দাদা। ঐ যে বলে না—

! পেট চলাতেই ভাই সংসারে আইত্তু।

মাথা হেঁট তবু পেট চালাতে নারিত্ত ॥

ইন্দ্র। বুড়ো হাবড়া হয়েছি ত'। কে আর কাজ দিচ্ছে। ভাই, বুড়ো হব
মত পাগ আয় নাই।

হরি। ও কথা কিন্তু ঠিক নয়। দেখুন না, আজ সারা হুনিয়াটা চালাচ্ছে বু
বুড়ো লোকেরা।

ইন্দ্র। তাদের ত আর আমার মত শ্বেটের চিন্তে কত্তে হয় না। কেমন ক
যেন তারা সব কিছুই পায়।

অনাথ। ভুঁড়ী ঠাণ্ডা থাকলে তবে ত' মুড়ী ঠাণ্ডা হয়! বিছা বুদ্ধির সব কি
জোলুশ থাকে। পেটের আগুন সব জালিয়ে দেয় দাদা। কি কর
কি করি—এক ভাবি এক হয়।

ইন্দ্র। সবই ভাগ্যের খেলা।

হরি। ভাগ্য বলে বসে থাকলে, এই যে কাজ পেয়েছেন, এও পেতেন না। দেখুন, একে বলে জীবন যুদ্ধ। যতদিন বাঁচবেন লড়াইতেই হবে।

ইন্দ্র। লড়াই করার সঙ্গে কল? যে বাঁচায় যারে—হারায়—জেতায়, তাকে যে ছাখাই যায় না। ছাখা পেলে সাধ মিটিয়ে গুনিয়ে দিতাম।

অনাথ। কি শোনাতে দাদা?

ইন্দ্র। বলতুম, সবাই তোমায় দয়াময় বলে ঠাকুর! আমার বেলায় ত দয়া দেখিনা! বুকে বিরাট পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলছে চল্ নইলে কিছুই পাবিনে। বুকে মারছে চাবুক শপাশপ। একটু রেহাই দাও দয়াল, তা নয় তাতে আবার মনের ছিটে দিচ্ছে।

অনাথ। না বলেছ।

ইন্দ্র। একটা বিড়ি হবে ভাই?

অনাথ। হবে বৈকি [বিড়ি বের করতে করতে] পয়সায় দশটা ছিল। এই বছরে পয়সায় দুটো করে হয়েছে। দিয়ে নিয়ে বিলিয়ে খাব সে পথটাও বন্ধ করে আনছে। [বিড়ি দিলো]

হরি। কে সে?

অনাথ। সে কি আর বোঝনা দাদা! তারা—যারা আজ নানা বেশে ছুনিয়ার মালিক সেজেছে।

ইন্দ্র। আজকাল জান ভাই, অনেক রকম কথা মনে আসে। এই যে নিয়ম কানুন রীতি নীতি সব কিছুর ভিতর কোথায় যে গলদ আছে, বুঝিওনা বলিও না। চাঁর পয়সার কুড়মুড় ভাজা ধার দেবে ভাই, কালই দিয়ে দেব।

অনাথ। মাপ কর রাজা। আজ নগদ কাল ধার। আমার গুরুর নিষেধ। বরং আর একটা বিড়ি নাও দাদা।

ইন্দ্র : আচ্ছা থাক্ । দেশলাইটা দাও ধরাই ।

[অনাথ দেশলাই দিল । ইন্দ্রনাথ ধরিয়ে ফেরৎ দিল । অনাথ
ততক্ষণে তার পেশাদারী গান ধরে দিল]

অনাথ । অনাথের কুড়মুড় ভাজা
গরমা গরম হরদম তাজা ।
খরিদারের দিল খুস, আর
হার মেনে যায় খুঁমা খাজা ॥
আছে ঝাল ছুন আর মিঠে
তাতে গরম মশলার ছিটে
পেটে খেলে সহবে পিঠে
হবে দিল তরর আর মেজাজ রাজা ॥
চর—চব্ চাই কুড়মুড় ভাজা—

[অনাথ নিলে গেল । ইন্দ্রনাথ বিড়ি টানতে টানতে উবু হয়ে রকে
বসল । হরিসাধন ধীরে ধীরে পাশে গিয়ে দাঁড়াল]

ইন্দ্র । বাণী কোথায় গেছে কিছু জান ?

হরি । ঠোঙ্গা বেচতে গেছে । চক্রবর্তী মশাই, কাজটা যখন পেয়েছেন তখন
এটা আর ছাড়বেন না ।

ইন্দ্র । বড় অস্বস্তি হয় যে । পথের লোক চেয়ে চেয়ে দ্ব্যখে । আর মনে হয়
আমাকেই দেখছে বুঝি । ছবি দেখে কেউ হাসলে, মনে হয় আমাকে
দেখেই হাসছে । ছপাত্তর টেনে নিলে হয় ত ঠিক চালিয়ে যেতে
পারি ।

হরি । ছিঃ ।

ইন্দ্র । একবার ছিঃ ? একশবার ছিঃ । কিন্তু জীবনটা যখন একটা বিষম বোঝা বলে মনে হয়, তখন দু'পান্তর টানলেই কেমন যেন নজর বদলে যায় । দুঃখ কষ্ট, খোড়াই কেয়ার । লাজ মান ভয় খোড়াই কেয়ার । মনটা চাঙ্গা হয়ে মেজাজ বেশ মোজ আর স্মৃতিতে ভরপুর হয়ে যায় ।
হরি । যার কাছ থেকে ঐ মোজ আর স্মৃতি ধার নেবেন—তাকে শুধুতে ত হবে ।

ইন্দ্র । খালি আসল নয়, সুদ শুদ্ধ । এখনও ত শুধু ছি—ট্যাকে নেই কড়ি, তবু হারানো ইয়ার বজুর আশায় মদের দোকানের আশে পাশে ঘুরি । সে সব বুঝিনা তা ভেবনা । কিন্তু আমি নাচার । জীবনে যা কিছু করতে গেছি সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছে আর তার জন্তু কত যে লাঞ্ছনা—কত যে যন্ত্রনা—কি আর বলব । কিন্তু মদ কখনও বেইমানি করে নি । ভাঙ্গা বুক আশা জাগিয়ে—চাঙ্গা করেছে । বোর অন্ধকারে রঙীন আলো জ্বলে রোসনাই করেছে । আমায় একটা টাকা ধার দেবে ? ওরা আবার রাত ৯টায় মজুখী দেবে বলে ! আটটায় মদের দোকান বন্ধ । দাওনা একটা টাকা ।

১ম। হাতে নেই ট্যাকা। তার ওপর ছেলেটার অন্থ। কি করি, কোথায় ধার পাই। এ প্রাণে ধিকার হয়ে গেল। আশুনটা দাও তো দাদা। [ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে একটা বিড়ী ধরাল]

২য়। ধিকার বলে ধিকার। আমরা শালা মানুষ নই। থাইতে চাও তো কাজ নেই। খাট তো পয়সা নেই। এই যে কাজ কাজ করে মুখ রগড়ে মরাছ, কে তার খোঁজ করছে। বলে মিটিং কর।
[সন্ধ্যার বিড়ী ধরান হলে সেও বিড়ী ধরাতে গেল]

১ম। কাউকে দিখে আমাদের কোন উপকার হবেনে। কাম্বিনকালেও না। আমরা যে গরীব। স্বয়ং ভগবান বাজার। কর্জি রোজগার হবে কেন? দশটা বছর যদি বাচ, তখন এসে কান মলে দিও আমার। যদি দেখে গরীবের কোন উপকার হয়েছে। ই শালা এক যমের অকচি জাত। যদি রাজস্ব পায় হাতে, তখন ই শালারাও বডলোক হয়ে যায়। ঝাল বলবে পেসো। জইস্কি রেণ্ডি আর ব্রেণ্ডি। বাগিয়ে ভুড়ি হাকিয়ে জড়ী লটবে মজা হরদম।

হরি। এটা কি কথা হোল ভাই।

২য়। কথা কি করে হবে? আমরা মানুষ লই মশাহ, জংলী জানোয়াব। [ওবা গজ গজ করতে করতে চলে গেল।]

হবি। হত্যাশ করেন না। সবাই ভাবে কষ্ট তার একারই। শুনলেন তো ওদের কথা? ^{সবাই ১৪(৩) ১৪(৩) ১৪(৩) ১৪(৩)} সারা দুনিয়ায় মানুষ আজ দরিদ্র। আর আধিব্যাধির সংগে লডতে নাজেহাল হয়ে গেছে। তবুও সবাই লডছে, কালকের দুনিয়ার জন্তে ভবিষ্যতের মানুষের জন্তে।

[ইন্দ্রনাথ বিড়ীর বোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্তভাবে বলল—]

ইন্দ্র। ওসব কথা আর শুনতে ইচ্ছে করে না। বলে—যার ব্যথা সেই জানে, জানে কি পবে? [ছবিটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এসব কারা

খরচ করে দেখে জান ? যারা তোমার আমার মতো ভুলতে চায় তারা। আমি মদ খেয়ে রং বেরং এর খোয়াব দেখে অবশ অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এসব যারা দেখে তারাও তাই।

হরি। ভুলতে তো চায়। কিন্তু ভুলতে কি পারে ? সত্যকে এড়াবার চেষ্টা না করে, তার মুখোমুখি দাড়িয়ে—

ইন্দ্র। মানুষ যে পারে না—সত্যকে সহিতে পারে না। জালায় জলে জলে ১২ পাজরা^৩ বিরা হয়ে যায় + তাই ভাঙ্গা ঘরে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে-রাজ পাটের স্বপ্ন দেখতে চায়।

[চালডালের দু'টো ঠোঙা নিয়ে বাণী এল]

এই তো বাণী, একটা টাকা দেন। শিগ্গির।

বাণী। ঠোঙা বেচে এই চাল ডাল আনলাম। এই চারটি পয়সা বেঁচেছে।

ইন্দ্র। রাত নটায় দেড় টাকা মজুরী পাব। একটা কাজ জুটেছে। একটা টাকা দেবে ?

বাণী। সত্টি টাকা নেই-বাবা।

ইন্দ্র। [রেগে গেল না যাঃ। বেইমানের ঝাড়। দূর হ চোখের সামনে থেকে। দূর হ। ধেড়ে ধেড়ে ছেলে মেয়ে—ওরা রোজগার করলে আজ আমার ডুংথ কি ? বাপের ডুংথ বুঝবে কি ? সব মার কাছ থেকে তালিম নিয়েছে। পালি আদায় কববার ফান্দ জানে।

বাণী। বাবা !

হরি। বেচারী ঠোঙা বেচে তিনটে পেট চালাচ্ছে।

ইন্দ্র। কেন চালাচ্ছে ? হারামজাদা ছোটকাকে দূর করে দে। আমি যেমন বিগুকে দিয়েছি।

বাণী। ছোটকা আজ দুদিন হয় বাড়ী আসে না। কোথায় যেন চলে গেছে।

ইন্দ্র। চলে গেছে। কোন চুলোয় গেছে ? মরুক বেইমানের ঝাড়—~~এককমে~~

[নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছোটকাকে নিয়ে বিণ্ড এল]

বাণী । এ কি রে ? কি করে জখম হোল ?

ইন্দ্র । Accident হয়েছে দেখছি না ? এই করে মরবে আর সবাইকে জালিয়ে পুড়িয়ে মারবে । মর মর হাবামজাদা । মোটর চাপা, না ট্রাম বাস থেকে পড়েছিল ?

বিণ্ড । Accident নয় । সবাই মিলে ওকে বেধডক ঠোঙেছে—

ইন্দ্র । কেন ? কে ঠেঙিয়েছে ? এ রাজহু আইন কানুন নেই নাকি, চলত । দেখি চলত । কিরে বিণ্ড ? চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ৬. ছোট ভাইকে মারল, আর তুই দাঁড়িয়ে দেখলি ? [হরিসাধনকে] ঞাথ, কি সব অসভ্য জানোয়ার জন্ম দিয়েছি ঞাথ, চলনা আমি বাচ্ছি, দেখি তারা কোন লাট সাহেবের নাতি ।

[ছোটকার হাত ধরে টানতে লাগল]

বিণ্ড । গিয়ে কি হবে ? ওকে যে পুলিশে না দিয়ে মার দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে এ ওর বাপের ভাগি ।

ইন্দ্র । কি করেছে ও বল না ।

বিণ্ড । পকেট কাটতে গিয়ে বাজারে ধরা পড়েছে ।

ইন্দ্র । [কিচুক্ষণ গুম হয়ে রইল] শুনছি বাণী, ছোটকা পকেটমার । মর মর মর হাবামজাদা । [কিল ঘুয়ি অনবরত চালাতে লাগল ।
বিণ্ড তাকে সবিয়ে নিয়ে আডাল করে দাঁড়িয়ে বলল]

বিণ্ড । মেরে কি হবে ? বেজায় মার খেয়েছে । দেখছ না জখম ।

ইন্দ্র । আমি মেরেই ফেলব ওকে । বাপটা কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে—বোন ঠোঙা বেচে পেট চালায়, তাদের কথা তোর মনেই হোল না । আত মেরেই ফেলব ।

[ইন্দ্রনাথের তাড়ায় ছোটকা ছবির ফ্রেমের ওপর পড়ে গেল।
ছবিগুলো ছিঁড়ে ফ্রেম খেবড়ে গেল। বিস্ম ইন্দ্রনাথকে
বাধা দিল]

বিশ্ব। এখন মেরে কি হবে? নিত্য অভাব, আধপেটা খাওয়া। যে একটা
কাজ জুটেছিল—তাও গালাগালি মারামারি করে সেখান থেকে
ছাড়িয়ে এনে—

ইন্দ্র। চোপরাও নিমকহারাম। তোরা ভাল হলে, বাপ আমি, আমিই হুঃখিত
হতাম। বাপমাকে খসী করতে কোন কাজটা করেছিল বল? এই
একটা ভদ্রলোক দাড়িয়ে, তাকে বল।

[চীৎকারে পুঁটী মাসী ও আরও ছাত্রজন এল]

দেখছেন কি? ছোটকা পকেটমার! থালা ঘটি বাটি সামাল^১ বেরো
হারামজাদা—আমি চোরের বাপ^২—পকেটমারের বাপ +

[নিজের গালে চড় মারতে লাগল। হরিশ্রমধন থামালো]

হরি। ছেলের মীথুস করতেন গেলেন শিক্ষা আদর্শ পরিবেশ কত কিছু চাই।
আজ বিকট দারিদ্রের জন্তে সে সব কিছু পায় না এরা। তাই মানুস
হয়েও এরা অমানুষ হয়েছে। চারিধারেই তাই। নিজের কথাই
ভাবুন না!

ইন্দ্র। আমি অমানুষ। তবু চুরি ছোচ্চুরির ধরে যাই নি। নিজের মাথা
থেয়ে সর্বনাশ করেছি। পরের অনিষ্ট কখনও করি নি।

[কান ধরে বলল]

বিশ্ব। নিজের ছেলে, মেয়ে, পরিবার—তাদের সর্বনাশ করেনি?

ইন্দ্র। তার প্রায়শ্চিত্তের নিত্য করছি। দিন রাত মন জুছ করে কার জন্তে?
আমার জন্তে? নেভার। যে সব জানোয়ার জন্ম দিয়েছি তাদের
জন্তে! তাদের মুখ দেখলে পাপ। তোরা মূর্তিমান নরক।

[ভাঙা পাবনিসিটির বাস্তু তুলে নিয়ে]

কি অপয়া তোরা দেখ। আজ থেকে একটা নতুন কাজ জুটেছিল।
তোদের নিঃশ্বাসে তা উড়ে গেল, তোরা মহাপাপ। তোরা অভিশাপ।

[ভাঙা কাঠামোটা তুলে ইন্দ্রনাথ চলে গেল]

পুঁজী। চল ছোটকা, ঘরে চল।

ছোট। আমি আর এখানে থাকব না মাসী। ওকে দেখলে আমার মাথা ঘর
খুন চাপে। মাকে মেরেছে, ও আমাকেও মারবে।

বিশু। তুই আমার সংগে চল। তুমি ছ্যাঁচডামোতে কিছু কবে না। যে
দেশে অভাবের চাপে মার বুকের দুধ ^{সুখ} শুকোয়, ক্ষিদেয় কাঁদলে
মা ছেলে, ^{দে} ছুঁড়ে দেয়, - বাপ ছেলেকে কাছে ডাকে না, খালি
অভিশাপ দেয়, সে দেশে বাচতে হলে অল্প পথ ধরতে হবে। আমরা
চললাম বাণী। ^{দেখা} দেখাছিস কি? ছুনিয়ায় আজ ভয়ানক ঝড় উঠছে।
কাবো ঘর থাকবে না। তুই ঘর বাথবি ভেবোছিস? ঝড়ে ^{উড়ে} উড়ে
গাবে।

[ছোটকা কঁক নিয়ে বিশু চলে গেল। পুঁজী বাণীকে ধরে বলল]

পুঁজী। চল বাণী, ঘরে চল।

বাণী। [কঁদে] মাসী, ঘর কেউ রাখতে পারছে না। সত্যিই ঘর আর
থাকবে না।

হরি। ঘর রাখতেই হবে যে বাণী। বার বার মানুষের ঘর ভেঙেছে। মানুষ
বার বার নতুন করে গড়েছে। ভূমিকম্প, জালাচ্ছাস, হুভিক্ষ, মডক
কিছুতেই মানুষকে হারাতে পারে নি। ভয় পেয়ো না বাণী।
এই মহাদিন মানুষের ক্ষমতার হিসেব রেখো না। ^এ মানুষকে মানুষ
হয়ে বেঁচে থাকতেই হবে। বর্তমান যেমনই হোক ভবিষ্যত ভালো
করে গড়তেই হবে।

পুঁজি। সত্যি যা বলেছ। কেরমে কেরমে চারিধারে সব নরক হয়ে উঠছে।
হরি। এই নরককেই স্বর্গ করতে হবে। মিছেই কি এত মা^১চোথের জল
চাললো—এত মেয়ে^{১১} কলজে ছিঁড়ে দিল, এত চাষী-মজুর^{১২} বুকের হাড়
দিল—আমরা রক্তমাংস^{১৩} অস্থি এত সব দিলাম, এত দেওয়া ব্যথা হবে
না? হতে পারে না। ঈশ্বর বাণী, ঘরে ঈশ্বর

[বাণী ও পুঁজি^{১৪} বাদীর ভেতর চলে গেল। হরিসাধন
তাদের দিকে চেয়ে রইল।]

—পদা—

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

বারাকপুর ড্রাফ্ট রোডের ধারে, একটা ফ্যাক্টরীর শিহনের দিকের দেয়াল
যেঁসে পায়ে চলার পথ। পথটি ফ্যাক্টরীর অপর পাশের একটা মজুর-বস্তীর
দিকে গেছে এবং বোরিয়ে এসেছে একটা ফিডার রোড থেকে। রাত হয়েছে।
ক্লান্ত মজুররা যে ঘর ঘরে গেছে, কিস্বা আড্ডায় জমেছে, তাই পথটিতে আর
লোক চলাচল নেই। একটি মেয়ে ফিডার রোডের দিক থেকে, বেশ একটু
বাস্তবাবে এসে অপর দিকে বস্তীর দিকে যাচ্ছিল। একটি ৯১০ বৎসরের রোগা
ছেলে তার পাছে পাছে দৌড়ে আসছিল আর তাকে ডাকছিল। মেয়েটি
দাঁড়াল, ছেলেটি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মেয়ে। ঘরে যা মণি। ছোট ভাইটা তোর একা আছে যে। আমি একুনি ফিরে আসব। নানার কাছ থেকে টাকা আনতে যাচ্ছি। টাকা এনে, তোর আর তোর ভাইজানের জন্তে কাল কমলা লেবু কিনে আনব।

ছেলে। বিস্কুট ?

মেয়ে। তাও কিনে দেব। ঘরে যা। ভাইজানকে জাগাস না। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে, আবার কাঁদবে। যা বাপজান!

[ছেলেটা যেতে যেতে ঘুরে বল্ল]

ছেলে। আন্না,—লেজুস্ দিবি নি ?

মেয়ে। তাও দেব।

ছেলে। একটা না, দুটো ক'রে দিতে হবে।

মেয়ে। আচ্ছারে আচ্ছা। তুই যা।

[ছেলেটা যেটুক থেকে এসেছিল, সেই দিকে গেল। তার মা কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিপরীত দিকে চলে গেল। একটু পরে লুঙ্গীপরা সাটের উপর কোটগায়ে, মাথায় মুসলমানীটুগী দেওয়া একটি লোকের সঙ্গে ছোট্কা এল। ছোট্কা বেশ ফিটফিট। পরণে প্যান্ট ব্লু সাট—পায়ে কাবুলী চপ্পল।]

লোক। কি হে ছোকরা। মতলব কি! কোথায় নিয়ে চলেছ।

ছোট। ঐ ত—ঐ বস্তীটার সেই বুড়োটা থাকে। আর ঐ যে মেয়েটা গেল সে হচ্ছে তার নাতনী।

লোক। তুমি একটি গবেট! যা ছেঁড়া ময়লা সাদী পরণে দেখলুম—ওদের কি টাকাকড়ি কিচ্ছু আছে ?

ছোট। আমায় অত কাঁচা ছেলে মনে করবেন না রেজা সাহেব। যে বুড়োর কাছে ও টাকা আনতে যাচ্ছে, তার পাশের কামড়ায় আমার এক হ্রেণ্ড থাকে। রোজ এক সন্ধ্যা সিনেমা দেখি। আমি নিজের কানে ঐ বুড়ো আর তার নাতনীর কথাবার্তা সব শুনেছি।

বজা। কি নাম হে, তোমার ফ্রেণ্ডের ?

ছোট। মাফ্ করবেন স্যার। নাম বলা আমাদের এ লাইনে বারণ। ঐ বুড়োটা সেফিং-এ টাকা রাখে! আজ তুলেছে তার ঐ নাতনীর জুতা।

রেজা। আরে, সে আর কটা টাকা।

ছোট। আপনার সব বড বড কাজ করেন কিনা - আমার কাছে ওই চের। রোজ কুলো একটি টাকা হাত খবচা, বড়ী পান জলখাবার সিনেমা এত খরচ কুলোবে কি করে ?

বজা। কে দেয় হাত খরচা ?

ছোট। বড়বাবু।

রেজা। নাম কি ? ও তোমাদের ত আবার নাম বলতে নেই।

ছোট। অঁজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, মাতার খপড়ী উড়িয়ে দেবে। বেজায় কড়া লোক। তবে আপনার দলে যদি ভর্তি করে নেন, তবে ও দল থেকে কেটে পড়ি। এখন কাজকর্ম বন্ধ। ব'সে ব'সে ভেপসে গেলুম। চলুন আর একটু এগিয়ে দাঁড়াই।

বজা। এক কদমও এগুচ্ছি না।

ছোট। অবস্থাস ক'ছেন ? বেইমানী আমার কাছে পাবেন না স্যার। চলুন।

বজা। না।

ছোট। তবে পিস্তলটা দিন না। আমি এগিয়ে দেখি।

বজা। মাইরি! বড্ড চালাক দেখছি! পিস্তলটি নিয়ে কেটে পড়, আর আমি খুঁজে মরি।

ছোট। [বিম্বশ ভাব। আচ্ছা,—এখানেই দাঁড়াই। আপনিক ধরবেন, মেয়েটা।
এই পাথর দিরাবে।

রেজা। এই নিরিবিলি রাস্তায় টাকা নিয়ে আসবে?

ছোট। হ্যাঁ আসবে। ফ্যাক্টরীর সামনে দিগে ঘুরে যেতে গেলে অনেক দেবী
হবে। শুনলেন না,—ছেলে ঘুম পাড়িয়ে বেথে গেল।

রেজা। মারব এক চূন্দা। সত্যি সত্যি টাকার জন্তু গেলে দিনের বেলা
যেও। গরু কোনও মন্তলব আছে।

ছোট। আমি সব খবর নিয়ে গান করছি বেড়া সাধব। ওর বড় ছেলে
দেটা পিছু পিছু এসেছিল মোর পেলেও বেড়া পদ। টাকা পাওয়া
খবর বাড়ীওয়ালার কানে গেলে সেই ত সব মেয়ে দেবে। প্রায়
এক বছরের বাড়ান্ডা বাকি পড়েছে। মবদটা হাসপাতাল
ধুকছে। তাই ত' বাগ্নাকাটি করে, হাত পাশ ধরে বাড়ীওয়ালাকে
পটিয়েছে, আর বুড়ো নানাকেও বাগিয়েছে।

রেজা। বুড়ো'নিজে এসেও ত টাকা দিতে পারত।

ছোট। দিন শুধু বিড়ী ধাঁধে, সন্ধ্যার পব আবার মুষ্টিল আসানের চেরাগ নি
ঘোবে। দমে কুলোলে হবত বা নিজেই টাকা দিতে আসত। কি
বাড়ীওয়ালার গুয় আছে যে! 'আশা-বাওয়া' ক'নে বুড়োকেই
তাগাদা ক'ব। আগুন নানা ও নরতো! নৈনে মেনে নানা
আমি সে সব ভেবেই প্রান করেছি আর।

রেজা। যদি ভয়ে ফ্যাক্টরীর সামনে দিয়ে যায়?

ছোট। তবে ত ফস্কৈই যাবে। যদি এ'পাথ আসে তবে কেব্লা ফতে হবেই।

রেজা। তবে যাও, এগিয়ে ফতে কবগে।

ছোট। আপনি আবাব কেটে পড়বেননা ত?

রেজা। পড়ুমই বা!

হাট। পিস্তল না দেখালে ভয় পাবে কেন? এই ত' চেহারা আমার।
আপনার মত জাঁদরেল মূর্তি হ'লে হয়ত বা এমনই হ'ত। তাই জেগেই
ত পিস্তল চাইছি!

রেজা। আচ্ছা—সে হবে এখন। এগিয়ে দেখ কোন পথে যায়।

হাট। সে দেখছি। থাকবেন কিছু স্থার।

[ছোট্টকা অপর দিকে গেল। রেজা এগিয়ে দেখে ঘিরে এসে দেখালে
ঠেসু দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগ্রেট ধবাল। এমন সময় নেপথ্য থেকে
একটা সিপাহী ডাকল—“কওনা ছায় বে?”]

রেজা। শিউ কিম্বা—হাবা আও।

[সিপাহী কাছে এসে সসম্মানে সেলাম করল]

উ। চোখুরা সব। এখানে।

কা। এক গকড ছোকরার পানায় পড়েছি হে। লক্ষ্মীছাড়াটা—সিনেমা
দেখে দেখে চুরী ডাকাতিব প্ল্যান করা অভ্যাস কচ্ছে।

উ। আপনাকে ভি তালিম দিচ্ছে কি?

কা। [হেসে] হা। এই বেশে নিকুঞ্জর দোকানে চা খাচ্ছি, আব ছোকরা
এসে আমার পাশে ঘেঁসে বসল। পকেট মারার তালিম নেওয়া
আছে বোধহয়। নড়ে চড়ে ধাক্কা দিয়ে পিস্তলটি পকেটে আছে
বলে পেয়ে; উঠে গিয়ে নিকুঞ্জর সঙ্গে বিস্ফাস্ করে এসে আবার
পাশে বসল। নিকুঞ্জটা কি রকম সয়তান লোক জানত?

উ। লম্বুরী হারামী।

কা। সে বোধহয় ছোকরাকে বলেছে যে আমি রাজাবাজারের রেজা
গুণ্ডা। ছোকরা ধীরে ধীরে আলাপ জমিয়ে ওর প্ল্যানটি আমায়
বাতলাল।

উ। কাণ ধরে থানায় লিয়ে আপনার প্ল্যান ভি সমঝাইয়ে দেন।

বেজা। না না। কোন একটা দলের কাছে হাত পরচা পায় বললে। হাতে ছেড়ে দেখি। তারপর দরকার মত টেনে তুললেই হবে। কিছুদিন থেকে এ ভদ্রদোর সেই শশাঙ্কের দলের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এট ছোকরা যদি ভায় দলের হয়, তবে হয়ত কিছু পাত্তা পাওয়া যেতে পারে।

শিউ। শশাঙ্ক ত' হররোজ সিঁথীর বাগানে আসে।

বেজা। প্রমাণ শুদ্ধ হাতে নাতে ধরতে চাই। তুমি যাও, বোধ হয় ছোকরা দিবেছে।

। শিউ কমণ তাতাতাডি সরে গেল। অপর দিক থেকে ছোট্টকা এত হাসিমুখে বলল।]

ছোট। হামতি বোগাসের প্রান জাব।

রেজা। কি?

ছোট। বিলিতি টকার হামতি বোগাসের প্রান।

রেজা। হামতি বোগাট বল।

ছোট। ঐ হ'ল। পাক্স প্রান জার। ঠিক এই পথ দিয়েই আসছে। দি পিস্তলটা।

বেজা। যদি চেচায়?

ছোট। কপালে পিস্তল চেপে ধরবে ওর বাপ শুদ্ধ, হুচাকয়ে যাবে না।
চেচায়ও--ঐ নিকুঞ্জর দোকানে যা জোরে লাউড স্পীকার বাজছে
হুঁ হুঁ ববাবা--কেউ শুনতেই পারবে না, দিন।

। রেজা। পিস্তল দিল, ছোট্টকা উলটে পালটে দেখতে লাগল।

রেজা। চালাতে জান?

ছোট। একটু দেখিয়ে দিন না।

রেজা। ঐ যে এসে পড়লো, দেখিয়ে যা পার কর। আমি সরে দাঁড়াই।

[রেজা সরে গেল। ছোটকা পকেট থেকে ক্রমাল বের করে নাকের উপর চোখের নীচে বেধে দেয়াল ঘেসে দাড়াইল। মেয়েটি বাস্তবাবে এসে ছোটকাকে এভাবে দেখে সভয়ে বলল !

মেয়ে। কে ?

ছোটকা এক লাফে এসে, বাহাতে তার খাড় ধরে ডানহাতে পিস্তলটি কপালের কাছে উঁচু করে ধরে বলল]

ছোট। খবরদার। তুঁ শব্দ কল্লেই গুলি কব। টাকা দাও।

মেয়ে। আল্লা কসম্—টাকা ত আমার নাই।

ছোট। বটে, চালাকি হচ্ছে ?

[পায়ে লেঙ্গী মেবে মেয়েটিকে মাটিতে দেলে দিয়ে তার হাত মুচড়ে কাপড়ের ভিতরে লকান একটি টানের কোটা ছিনিয়ে নিল। টাকা কোটায় আছে কিনা দেখে নিতে সে মুহূর্তের তত্ত্ব দেবী কন। মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে তার একটি পা জড়িয়ে ধরে ধল্ল।

মেয়ে। [কাদতে কাদতে] ও টাকা নিলে আমার বাচ্চা কুটো না পেয়ে মরবে—একটা কগা মাতুষ মরবে।

ছোট। যে মরে মরুক। আমার কি ? আমি মলে কি কেউ দেখবে ? আমার পা ছাড়্ বলছি।

মেয়ে। আমাকেও গুলী করে মেরে ফেল গো -

ছোট। চুপ। পা ছেড়ে দে বলছি।

[পায়ে ঝাঁকী দিতে লাগল]

মেয়ে। বাচ্চারা না খেয়ে হাড়িসার হয়ে গেছে। আমি কি খাওয়াব—কেমন করে বাঁচাব—আমার যে কিছু নাই। বুড়োটায় আশেরী দিনের জন্ত বাঁচিয়ে রাখা টাকা কয়টা আমি কত কৈদে কৈটে নিয়ে যাচ্ছি।

ছোট। আ গেল যা ! পা ছাড়্ বলছি।

মেয়ে। তুমি জোয়ান মবদ ওটাকা ছাড়াও তোমাব খোবাক চলাব
তোমাব বাচ্চা ছোটো—।

ছোট। বেং তবী। বাচ্চা ছোটো—

মেয়ে। তোমাব মা থাকে ও থাকে শুধিগ দেখ—ছেলেব জন্তু মায়ের মা
কেমন কব। আমি বেং—বাচ্চা খলো মবাব আগ আমায় মে
লোলো—আমায় খুন কবে খাও।

ছোট। মহত চুপ ক ব স্থি কব থোক। লে চল যা—

। কোটা বেং দিল মো টি যোত যোত বলল।

মেয়ে। আঃ তোমাব বহম ক ব ?

ছোট। ত নবাস হম কবে। আমাব মা বোজ কাক্সালেব ঠাকব বলে কান
না ? আম বোজ শুনি নি ? বহমু কর্বে, হুঃ— যঃঃঃ কাক্স
— , ' চলন্ত গিয়ে টাঙ্কিয়ে গেল।

মাঃ টানটানি কব জুতোব বক্সাসটা ছি ডে দিয়ে গেল। ধং তেরী
মুখেব কমাল খুল মাটিতে বিছিয়ে, এক কাঁটু গেড়ে বসে জুত
বক্সাসটা আটক তে চেপ্টা কছে, এমন সময় রেজা এল

বেং। কি তে ছোকব ? কাজ হাসিল হল ?

ছোট। হল না। [পস্তল বেং দিল।

বেজা। টাকা ছিল না ?

ছোট। ছিল।

বেজা। তাব নিশ্চয় নিশ্চয়। বেং দাও। বস্তীতে খবব দিলেই সব
হৈ হৈ কব তেডে আবে। চটপট সার পডি। [উঠ দাঁড়াল।

ছোট। কি জানেন, প্যান আমাব টিকই ছিল। ঐ হাবামজাদীর প
শাওয়াজটা ঠিক আমার মবা মায়ের মত। কান্নাব বক্সাসটা
বহম। বাচ্চা ছোটো খেতে পায় না বলে এমন খাপ্পা লাগালে—

বেঙ্গা। আব তুমি টাকা দেবং দিলে—না? আমায় ধাপ্পা দিচ্ছ?

ছাট। ধাপ্পা নয় সাহেব। দেখন, আমি তো বা হোক ক'বে পেট চালাচ্ছি।
 নৈ মা টা কি কবে?

বেঙ্গা। চালিয়াতী হচ্ছে? চল তোমায় সায়েস্তা কব।

[ছোটকাব ঘাড়ে হাত দিয়ে টানলো]

ছাট। [বাচুমাচু হ'মে] বুটমুট কষ্ট দিলুম। আপনি বোজামত বাগেতে
 পাবেন—আব গলমন্দ মাবধব যাহ কখন লেজাম? মত, হুহু হবে
 আমায়।

বেঙ্গা। [ঝাকী দিয়ে] চল।

ছাট। জুতোটাও ছিড়ে দিলে—হাম্ভি বোগাসেব গ্যানটাও ভেঙে দিলে
 --বেটী মায়েব কথা বলে [বেঙ্গা ছোটকাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।
 বিপরীত দিক থেকে শশাঙ্ক, মার্গিক ও বিষ্ণু এল]

শশা। নৈ জাপ বিস্তু। তোমাব আশ্রমে ভাবেব কাণ্ডটা দেখে রাখ। ও
 নাব সন্ধ্যাবেলা থেকে এ লোকটার সঙ্গে গুজ গুজ কচ্ছে। এই
 মার্গিক বলে।

বিষ্ণু। আপনাদা একটু অপেক্ষা ককন। আমি গিয়ে প্রব কান ববে নিয়ে
 আনাছি। বিরক্ত বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হ'ম চল গেল।

শশা। এদেব ঢাকাতেই ফাঁসি। দ'ত হবে।

মাণ। কেন বডব বু? বিস্তু এগা থব কা'জব ছেলে। যুদ্ধিও পারাল।

শশা। নৈ দাবাল বুদ্বিই ভয়েব কথা।

মার্গি। কেন, ভয় পাচ্ছেন? বেহমানী ব'বে না কক্ষণে।

শশা। টাকা টাকা ক'রে বড্ড দিব্ কচ্ছে। এদিকে পুলিশের গুতোয় কাজ
 কারবার মন্দ। O, C, টী নিজে কুঁড়ে কিন্তু লালবাজার থেকে
 বকমারী সব টিকটিকি আমদানী ক'রেছে। যোধন সিং এর দলের
 সব কটাকে আটকে ফেলেছে জান?

মাণি। সে-ত শুনেছি।

শশা। এ অবস্থায় নতুন কাজের খুঁকী নেওয়া চলে না। কিন্তু যদি টাকার জ্ঞতা নাড়া দেয় -তবে বাধ্য হয়েই ওদের ধরিয়ে দিয়ে নিজের জান বাঁচাতে হবে।

মাণি। ধরা পড়ে ওরা যদি সব ফাস ক'রে দেয় ?

শশা। বিশ্বকে ওর ভাইয়ের কাণ্ডটা দোখিয়ে রাখলুম কেন ? ও ভাববে ভাইয়ের ভুলেই ও ধরা পড়লো। আর তাছাড়া দলের কথা কি বলে দিতে পারে ? জেল গেল দাঁই হোক—দল থাকলে বেরিয়ে এসে যেতে পারে। দল না থাকলে পেট চলবে কিসে ?

মাণি। বিশ্বদের ধরিয়ে দলে কিছু অত্যাচার হবে।

শশা। কেন ? অত্যাচার ক'রে ? ধরা গরীব, ওদের রক্ত কেউ না কেউ শুবে থাকবেহ। খেটে খেতে গেলে মালিকরা শুবে,—আর ত্রিভিন্নক হ'য়ে চটেমটে অসৎ পথে এলে আমরা শুবো। মাথা চিরদিন হাত পায়ের উপরেই থাকে আর তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, বললে ? চল।

মাণি। কিন্তু অসুখ।

শশা। কি খবর, সে ৩ আঁড়ায় এসে বল্লই হবে। আমায় শুধু বলে রাখো হবে যে ও লোকটা একটি ডিটেক্টিভ। বাস্ ! তা হ'লে ধরিয়ে দিলে ও ভাববে—ভাইয়ের ভুলের জন্তেই ধরা পড়লো —।

মাণি। কিন্তু -

শশা। কোনও কিছু নেই। মাথা চিরদিন হাত-পা কে চালাবে। বোঝানিয়ার মানুষ দমান হবে ! আরে বুদ্ধিতে সমান না হ'লে সমান হবে কি করে ? ঐ যে বলে না -

আজব সহর কলকাতাটা আজগুবীতে ভরা

বুদ্ধিমানের করে চুরি বোকা পড়ে ধরা ॥

মাণি। [হেসে] সাথে কি আর বড়বাবু হয়েছ ?

শশা। তবে ? চল—চল—

[তজন হাসতে হাসতে চলে গেল। ফিডার রোডেব দিক থেকে এল
বিশু আর ছোট্কা]

বিশু। [বেগে বিরক্ত ভাবে] তুই একটা আস্ত উল্লব — গাধা।

ছোট। বারে। নিকুঞ্জ আমায় বল্ল—যে ও রাজাবাজারের রেজা গুণ্ডা।
ঐ বড়বাবুরা যাচ্ছেন।

বিশু। যাক্। শোন ছোট্কা। কটা দিন একটু মুখ বঁজে সামলে থাক্।
বাণীর বিয়ে ব'লে বড়বাবুর কাছে কিছু টাকা আমি চেয়ে বেখেছি।
হাতে এলেহ তোক 'খান থেকে সাবয়ে দেব।

ছোট। কোথায় ?

বিশু। আমদাবাদ, কানপুর, বোম্বাই যেখানে হোক।

ছোট। [ভংগ হ'য়ে] বোম্বাই। খব ভাল হবে।

বিশু। লেখাপড়া ত শিখসান, নেথানে গিয়ে কেনও মিল টিলে কাজ নিয়ে
সৎপথে থাকাব। এ বাস্তব তোকে 'নে অর্থাৎ আমাব বিচ্ছিরি
লাগেছে।

ছোট। মিলের মজুব আমি হবই না।

বিশু। কেন ?

ছোট। বাবাও ত' মিলে কাজ কত। ওহ রকম হব ? কক্ষনও না।

বিশু। এখানে এভাবে থাকলে কেঁসে যাবি। জেল খেটে মরবি।

ছোট। জেল ফাঁসা যাই হোক, সে'ত কবুল ক'রেহ এসেছি। তবে যদি
টকীতে ঢুকতে পারি,—হা হোটেলে খাব—বারে যাব—হিরোইনদের
সঙ্গে ঘুরবো। [বিশু এক চাটি বসিয়ে দিল]

বিশু। হতভাগা ইডিয়ট।

ছোট। [মাথায় হাত বলিয়ে] মারলে ভাল হবে না বলছি। তোমার দল
ছেড়ে আমি বেড়া সাহেবের দলে ভিড় যাব।

বিশু। রেজা সাহেব। ওটা যে টিকটিকী সেটা বোঝাব বুদ্ধিও তোরা নেই ?

ছোট। যত বুদ্ধি তোমার। লুটে পুটে এনে সব বড়বাবু হাতে তুলে দাও -
আপ তাবপব হাত পেতে নিশ্চয় কব। ভাবিন এক টাকা জলপানি
আব ঢবেলা খোবাক, সে আমাব পকেট মেবত জুটি যাবে।

বিশু। হেলে গিয়ে জুটাব বাইবে নয়। ইউনিট।

ছোটকাননে ঠেল নিয়ে চলে গেল। বাস্তাব দিগ থেকে
এল বেজাবেশী চৌধুরী ও শিউকিষ-।

শিউ। 'ত' যায়। পান্ডাড লিব কি ?

বেজা। নাঃ। থাক। ঐ মেয়েটা সাক্ষী না দিলে ত কিছু কবা যাবে না।

শিউ। এখন ডব মানব কিছু বললো না। থানায় লিয়ে পক্ষ লাগালে তখন
বোনাবে। •

বেজা। শিউকিষ- 'বা • চুনোপাঠী। ন্যাপডাল যাবা থাকে তাদের
পাত্তা লাগতে হবে।

শিউ। সে উসব মানুষ লিজে হাঃ কিছু ক'রে না। মোটব মে ঘুমে আব
বড়া বড়া মানুষের সাথে দোস্ত মহব্বৎ খানাপিনা—

রেজা। হুঁ। সেই ত মঙ্গিল।

শিউ। এনা'ক পাক, ড পিন। একটা কেসত হাক।

বেজা। ছোকরা টাকানিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে। তাকি ওব নামে মেয়েটা বিঃ
বলে না। ছোকরার মনে মানুষের মত এখনও কিছু আছে। এরা
লোভে লালসায় আর কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে যায়। এদের পাগলামীর
স্বযোগে যাবা নিজেরা শাস থেকে, এদের ছিবিতে চুষতে দেখ—
তাবাই হচ্ছে সমাজেব শত্রু।

শিউ। চৌধুরীবাবু। ঐসব আদমার কিছু কতে পারবেন না।
বেজা।^{২৪} অহিনের ফাঁকে তারা বোঝা যায়। আচ্ছা দেখা যাক। চল।

[ওরা আবার কিডার রোডের দিকে গিবে গেল]

—পর্দা

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[বিস্তু হোদিন ছোটককে নিয়ে চলে গেল, সেদিন থেকে হস্তনাথ খেন কেমন একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। অতীতের দিকে পিছন ফিবে চেয়ে, সে খুলের পর ভুল দেখতে পায়, আব অন্তঃশোচনাব আগুনের জ্বালা ততই মদ খেয়ে নিভাতে চায়। কাজ খোজার উপলক্ষ করে পথে পথে লোরে। আর কোলাহলে মুখরিত কলকাতার জনশ্রোতের অবিরাম গতির সঙ্গে তার আর সামঞ্জস্য নেই অন্তর্ভব করে মরণের কথা ভাবে। যে পলায়নী মনোবৃত্তি তাকে মদের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে, সেই মনোবৃত্তি তাকে তার এই দুঃসহ জীবনকেও এড়াতে প্ররোচিত করে। দিনের পর দিন একই ভাবে কাটে। ঘরভাড়া আর খাওয়ার খরচ জোগাতেই বাণীর দিবারাত্র পরিশ্রমের অজিত অর্থ

হুয়ায়। সন্ধ্যা হলেই মহাবীর সাউর মদের দোকানের আশে পাশে ইন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়া যায়। কোনও দিন কোনও পুরাতন পরিচিত পানপিয়াসীর অনুকম্পায় তারও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কোন দিন বা হয় না। সেদিন ক্রান্ত অবসর দেহ আর বহিঃ না পেরে একে বেলার দিকেই সে ঘর দিয়ে এল। বাণী ঠোঙা তৈরীর সরঞ্জাম গুছিয়ে তুলছে লাগল। ইন্দ্রনাথ তার দেহ তক্তাপোষের উপর এলিয়ে দিয়ে বলল—

ইন্দ্র। দেহ আর বয় না বাণী। * এহ রাক্ষসে সহরে তুহ একা, একথা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে। হারামজাদারা একটা খবরও দেয় না। বেচ আছে কি মরে গেছে 'তাও ত' জানি না। জানিয়া আমাদের খবর নেবার কেউ নেহরে, আমার কেউ নেই। গরীব বলে আমাদের আশ্রায় স্বজন আমায় খরচের খাতায় লিপে রেখেছে। কেউ খোঁজও করে না।

বাণী। বাবা, মহাবীর সাউর একজন লোক এসে তোমার খোঁজ কচ্ছিল।

ইন্দ্র। মদের দোকান ওয়ালা মহাবীরের লোক ?

বাণী। বোধ হয়।

ইন্দ্র। কি বললে সে লোকটা ?

বাণী। দরজা খুলে তেহ একেবারে হুড় হুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি চেচামোচি কর্তুম, তা তোমায় খোঁজ করলে তাই—টাকা পায় না কি, বাবা ?

ইন্দ্র। মদের দোকান কি ধার দেয় ? তাদের দেয় তারা আমাদের মত লোক নয়। কিছু বলেনি ?

বাণী। একবার গিয়ে দাখা ক'ত্তে ব'লে গেছে।

ইন্দ্র। [উঠে বসল] দেখা ক'রতে বলেছে। বাই একবার দেখা করেই আসি। * আসা! কণাগত প্রাণ হ'লেও মানুষের আশা যায় না।

য়েখানে চেনা যাকে পাচ্ছি, তাকেই একটা কাজের খোঁজ দিতে বলছি।
মানের বালাই সরিয়ে দিয়েও কাজ পাঠি না।

বাণী। চ'লে ত' যাচ্ছে।

ইন্দ্র। ঠা। যা চলা চলছে! আমরা slow-race-এ first হব। উঃ। ঐ

হ্যামজাদা ছেলে দুটো কি বেইমান—কি বেইমান।

[ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল। বাণী দরজার কাছে গিয়ে বলল]

বাণী। বৈশা রাত ক'রনা কিছু।

[নেপথ্য থেকে পুঁটী ঠাকরুণ বলেন “কে গেলরে বাণী” ?]

বাণী। বাবা এসেছিল। আবার ঠিহল দিতে বেরুল।

[পুঁটী ঠাকরুণ আসতেই বাণী পাঁছয়ে এল।]

পুঁটী। এলই বা কেন? গেলই বা কেন?

বাণী। আশার ধোঁকায় দুটো ছুট ক'ছে।

পুঁটী। বড়ো বয়সে অত ছুনোছুটি পারেও ত'। হ্যারে, বিস্তরা কোনও খবর
টপস নেয় না?

বাণী। কই আর নেয়।

পুঁটী। চোর মসো বলছিল যে, সে একদিন ছোটকাকে একটা ভাল পোষাক
চিনাকি পরে ভাল গাড়ীতে চেপে যেতে দেবে।

বাণী। ঐ্যাং, চোর ডাকাতির দলে ভিড়েছে বোধ হয়?

পুঁটী। তা কেন, মোটির ডাইভারও ত হতে পারে! পারে না?

বাণী। চমাস হ'ল গেছে, এর ভেতর শিখে ডাইভার হ'য়ে গেল?

পুঁটী। তখন হবার হয় তখন কেমন করে যেন সব হয়ে যায়। আবার
যখন হয় না তখন কিছুতেই হয় না। হয়ত কোনও সুবিধে
হয়েছে।

বাণী। ওদের হলেও সে খবর ওরা আমাদের দেবে না মাসী। ওরা সত্যিই
বেইমান! বেঁচে আছি, না মরে গেছি সে খবরটাও নেয় না।

পুঁটা। তোর মেসো বলে, আজিকালকার ছেলেরা ঐ রকম। সেদিন ওকে বলছিলাম যে আমরা বুড়ো হলাম, কে আগে যায় ঠিক কি? একটা ছেলে থাকলেও কত ভরসা। তোর মেসো বলে—“ছেলে পুঁলে যে দেয়ান সেছাত্র ঠাকুরকে ছবেলা দণ্ডবৎ কর পুঁটা। ছনিয়া বদলে যাচ্ছে। সমাজ জন্তু জানোয়ারের মত আপন আপন পেটের ধান্দায় ফিরবে—কেউ কারোর খোঁজ করবে না।”

বাণী। তাহা কি ৭ করিসাধন বাণী কিন্তু বলেন যে সারা পৃথিবী জুড়ে জনসমুদ্রের মতন হচ্ছে; গোড়াতে বিষ উঠলেও শেষ পর্যন্ত নাকি অমৃত উঠবে।

পুঁটা। ৩, এসব বণে বুঝি! ছেলেটা ভালো, বেশ কতাবার্তা। আর একেবারে অন্যজ্ঞাট। ওর বুড়া মাকে যা সেবা করেছে দেখেছি।
ও ৩, তোর খোঁজ খবর নেয়। কি বলে?

বাণী। কি আর বলবে, ছুপ দেখে খাশ করে। তেকায় পড়লে ধার দেয়।
তা আমি ধার নেওয়া ভালবাসি না। নিহও না।

পুঁটা। আমি ওকথা বলছি না। তোর উপর টানত দেখতে পাচ্ছি। বল
উট কোণ্ডারাত কর্তে আসে, না বিয়ে দিয়ে কে ও চায়?

বাণী । ১৭য়ে কণ্ঠে চাইলেইবা কি হবে । আমরা বামুন আর ওরা শুদ্র ।

পুঁটী। 'মেনত' হচ্ছে। আখ. তোর বাপত ওই রকম। ভাইয়েরাও খোঁজ
নেয় না। বাপ মলে তুই যে বান-ভাসি হবি!

বাণী। কেন? নিজে খেটে রোজগার করে থাকছি—বানে ভাসব কেন? বাবাকে এই আবহাওয়ায় ফেলে আমি কি বিষের কথা ভাবতে পারি মাসী?

পুঁটি। জাথ বাণী, সংসার অত সহজ চাই নয়। আমি কেউ আসতে যেতে সাড়া দিই তাই। নইলে তোর বয়েসের কাল, সে যে কী জঙ্ঘাল জানিস ত' ? বিয়ে করতে চায় ত' আমায় বলিস, আমি আর তোর মেনো তোর বাবাকে বঝিয়ে শুঝিয়ে রাজী করাব। লোকট' ভালো,

সারাদিন খেটে এনে আবার ওত ছেলেগুলোকে গর্জন পয়সায় পড়ায়। এখন নাকি আয়ও বেড়েছে। আমি চল্লিশ, তোর মেসোর আসার সময় হলো। তোর ভালো হবে—কল্যাণ হবে। ভগবান বার ভালো করে বুদ্ধি স্থদ্ধিও তার ভাল করে।

[পুটি ঠাকরন চলে গেল। বাণী চোদ্দাগুলো শু হয়ে বাঁগুন পাশে বাঁচে, এমন সময় নেপথ্য থেকে পুটি ঠাকরন হাসলেন, “কে” ? উত্তর এল “আমি হারসাদন মাদিয়া।” বাণী হাসিমুখে দরজার দিকে চলে। হারসাদন “চাকাও মশাই” বল ডেকে ঘরে ঢুকলো।]

বাণী। আশ্বিন আশ্বিন। এই মাস আপনার নাম হচ্ছে না। বাচবেন অনেক দিন।

হরি। বাচবে ত' চাও। তাও তো তোমার কাছে দুটে ছুটে আস।

বাণী। কি যে বলেন ?

হরি। বুঝতে পারেন না বাণী। আজকের যুগে মানুষ এমন এক অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে, যে বাচতে পার না তাত্ত দরকার তাও একা কারো সংগ্রহ করার উপায় নেই। আমি যাক্তারিতে বাটি, কিন্তু খাওয়া-ত চাই ? ধর, যদি ধান আবাদ থেকে শুরু করে—ডাল তরকারি মাছ মাংস সব আমাব ডবপা করে নিতে হত, তাহলে এই কাজ করা কি সম্ভব হত আমাব হয়ে অত্নে সে সব কাজ করে দিচ্ছে। আমি আবার এই কাজ করে তাদের মেহনতের দাম দিচ্ছি।

বাণী। ওসব ভারী ভারী কথা আমি বুঝি না।

হরি। আমি কাজ করে টাকা আনিছি। তা থেকে যা যা দরকার কিনে কেটে নিচ্ছি। আবার বালা বালা বাজার হাট তাও ত, কচ্ছি। সে কাজ যদি আমার হয়ে কেউ করে আবার তার যা দরকার আমি যদি সেটার ব্যবস্থা কর তাহলে আমারও সুবিধে তারও সুবিধে।

বাণী । ঘর কন্ন। সংসার ত মানুষ সেই জন্ত করে ।

হরি । আমিও ত সেই জন্ত ঘর কন্নাকন্তে চাই । কিন্তু তুমি ত' মত দিচ্চনা ।

বাণী । আমাদের সংসাবে কি যেন একটা অশীশাপ আছে । কিছুতেই কারো ভালো হবেনা । আমাদের সঙ্গে জড়ালে আপনিও অনেক দুঃখ পাবেন ।

হরি । দুঃখ পাওয়াতেও সুখ আছে জানো বাণী ।

বাণী । [হরিসামনের মুখের দিকে চেয়ে একটু থানি হেসে] যদি জানতে ইচ্ছা হয় অল্প সময় ছেনে নেব । এখন এই ঠোঙ্গা গুঁড়িয়ে নিয়ে দোকানে দিয়ে, চাল ডাল আনব । তারপর বাবার জন্তে রান্না করব, গাঠনে তেল নেই তার ব্যবস্থা করব । আমার কি দম ফেলবার সময় আছে ।

হরি । এত ত' - দুঃখ সওয়ার সুখ তুমিও জানো । যাকে আপন ভাবা যাঃ তার জন্ত দুঃখ সয়েও সুখ হয় বাণী ।

বাণী । তাই বুঝি আপনি আমার জন্ত দুঃখ পেতে চান ? কিন্তু কেন বলুনত ?

হরি । আমি তা' অনেক বার তোমার বলেছি বাণী, যে আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি ।

বাণী । শ্রদ্ধা !

হরি । ভালবাসা কথাটাও এত অপব্যবহার হয়েছে যে সে কথাটা ব্যবহার কন্তেও সঙ্কোচ হয় ।

বাণী । ও ! বুঝলাম ।

হরি । কি বুঝলে ?

বাণী । বুঝলাম যে আপনি আমায় শ্রদ্ধা করেন । কিন্তু নিজের স্ত্রীর জন্ত আমার বুড়ো বাপকে ফেলে যদি সরে যাই তখন কিন্তু আর শ্রদ্ধা কন্তেও পারবেন না—ভালবাসতেও পারবেন না ।

হরি। তুমি ভুল বুঝোনা বাণী। বিকট দারিদ্র আজ মাঝবয়স্ক মানুষের পক্ষে শক হয়ে মহামারীর মত সারা বিশ্ব ছেয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত অস্ত্র নেই। কেউ অদৃষ্ট বলে সযেট পাচ্ছে কেউ নানাভাবে এড়াবার চেষ্টা করেও এড়াতে পারছেন না। আমরা সবাই চাই। তুমি পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমার সাহায্য কর না।

বাণী। আপনি এমন করে বলেন—

হরি। আরও অনেক বকম করে অনেক কথা বলব। অতঃপর আমার বাবাকে কাছে আমাদের বিয়ে প্রস্তাব করব। তাই এসেছিলেন।

বাণী। বাবা বোধহয় মৃত্যু দেবেন না।

হরি। কেন?

বাণী। আমার বামুন যে, আপনি তা জানেন।

হরি। আমার সবাই এক জাত। আমি সে জাতের নাম করব না। আমার আকড়ে থেকে লাভ কি?

বাণী। ছাড়াও কি সহজ কথা?

হরি। ছাড়াতে তা হালকা। তুমি একে দেখ বাণী, বাপ ঠাকুরের পাবনা পাষাক আমবা ত পারি না। তাকে যত্ন করে তুলে বাপ পাষাক না বাটে তাহ রোদও দেখাই। বাড়ি পুঁছি শুধু তাদের সৎ করে লাভ সঙ্গে জড়ানো আছে বলে। গায়ে দিয়ে বেড়ান কেন ওটা এ যুগে যেমানান, অচল। তাহ আমবা এখন গাঁও, তাহ পাবনা দৈন্য গৌরবের জেব টেনে বেডান আমাদের লজ্জা বণা। আমবা ঠাকুরদা মন্ত বাব ছিলেন বলে বেডালে কি আমাদের শ্রদ্ধা সন্তোষান ঝাঁটকে মারা হাড কণ্ঠাসেরে মূর্তি ব লজ্জা পুচবে, ন—আরও পাডবে?

বাণী। আপনার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। আমি তা বিড়তে না।

হরি। কথায় পারবার দরকার কি তোমার? আমি কথা কইন তুমি কাজ করবে।

বাণী । আচ্ছা বেশ । এখন যান আমায় কাজ করতে দিন । ১৫

কান । আমি আজ কিন্তু তোমার বাবাকে বলবই ।

বাণী । বাবাকে মদের দোকানে মহাবীর সাউ ডেকে নিয়ে গেছে । আজ কাল
বলার স্ত্রবোগ হবে বলে ত মনে হয় না ।

কান । আচ্ছা, তাজ নাহয় কাল, নাহয় তার পরদিন আমি সে স্ত্রবোগ কর
নেবই ।

[হারিসাধন চলে গেলে বাণী খুসিমনে গুণ গুন কবতে কবত]

লগনটা ছেলে ঠোঙ্গা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলল ।

বাণী । মাসী, খালা জেলে দোর খলে রেখে গেলুম । হয় ত বাবা ফিরবে
খোঁজ করে বোল ঠোঙ্গা নিয়ে দোকানে গেছি ।

[বাণী বেরিয়ে গেল । পিছনের খোলা জানালায় এসে উঁকি দিল
বিশ্ব । সে চাপা গলায় “বাণী” বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে ঘরের
চাবিদিকে দেখে নিল । জানলা থেকে সব বাবাব একটু পবে
সে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল । নেপথ্য থেকে পুঁটিঠাকুর
সাড়া দিল, “হলিরদা বাকি ?” বিশ্ব চুপ করে একটু বসল, তারপ
কে আসছে সাড়া পেয়ে দরজার পাশে গিয়ে দাডাল, নেপথ্যে পুঁ
ঠাকুর বললেন, “বাণী তোর বাবা এসেছে” । বাণী গলে ঢুকে
বিশ্বকে দেখে চমকে বসে ।

বাণী । ও মা ।

বিশ্ব । চুপ আমি আজ বাতাই খেতে থাকব ।

বাণী । তা বেশ ব । [বিশ্ব দরজায় গেল এটে দিলো]

বিশ্ব । কেউ নে না জানে আমি এখানে আছি । কেউ খোজ কবেনি ত

বাণী । পরশুকে একজন জিজ্ঞাস করছিল যে বিশ্ব এখানে থাকে কি না
তা পুঁটিমাসি বলে দিয়েছে যে বিশ্ব এখানে থাকে না ।

বিশ্ব । ঠিকানা জানতে চায় নি ?

বাণী। বোধ হয় চেয়েছিল। কেউ জানেন? বলবে। কি যে তোদের মন দাদা, একবার আমাদের খবরও নিতে ইচ্ছে হয় না?

বিশু। ইচ্ছে হয় কিন্তু উপায় নেই।

বাণী। কেন?

বিশু। সে সব শুনে কেন মিছে কষ্ট পাৰি। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। আজ চারদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ রাত এখানে থেকে ভোর হবার আগেই স'রে পড়ব।

বাণী। ভয় পেয়ে। কি হয়েছে! তুই কি করেছিস দাদা?

বিশু। খুন।

বাণী। খুন?

বিশু। ধরা পড়বার ভয়ে গুলি চাঙ্গিয়ে —

[কথা শেষ হবার আগেই নেপাথ্য এক পেয়ে চমকে থেমে গেল। দরজায় ইন্দ্রনাথ ডাকস “বাণী দোর খোল”। বিশু পাশের ঘরে সরে গেল। বাণী দরজা খুলে দিল। ইন্দ্রনাথ সন্দিক্ত ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে দরে এসে জিজ্ঞাসা করল।]

ইন্দ্র। দরজা পিল এঁটে বসেছিল কেন?

[বাণী। ক'উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে কথা চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে বলল।]

বাণী। বাবা, হরিসাধন বাবু তোমায় কি বললেন নি?

ইন্দ্র। সে আবার কি বলবে?

বাণী। উনি বলছিলেন যে তোমায় কি কথা বলবেন।

ইন্দ্র। কি কথা, ও তোকে বিয়ে করতে চায় বুঝি?

বাণী। ইয়া।

ইন্দ্র। খবরদার। খবরদার। মানুষ যখন মানুষ ছিলো, তখন বিয়ে সাদী ঘর কন্যা এই সব করত। এখন অমানুষের যুগ, কতগুলো বেইমান

জানোয়ার সংসারে আনতে কেন নিজের বুকের রক্ত বিলিয়ে দিবি ?
দেখছিঁস না ছ-ভুটো ছেলে, খোঁজ নিতে একটাও নেই।

[বাণী চুপ করে আছে দেখে তার মুখের দিকে চেয়ে]।

সত্যিই বিয়ে কত্তে চায়, না ধাপ্পা।

বাণী। ধাপ্পা কেন হবে !

ইন্দ্র। আমায় না বলে তোর কাছ গুজ গুজ কবে বেন ? ছনিয়াটা ধাপ্পা
তরে গেছে।

। একটু চুপ কবে থেকে কি ভেবে হঠাৎ উঠে লগুন তুলে নিল।
তাবপর বাণীব মুখের দিকে চেয়ে পাশের ঘরের দিকে এগুতেই বাণী
বাধা দিলো।

বাণী। বাবা ও ঘরে যেওনা।

ইন্দ্র। হঁ, বুঝলাম। বিয়ে ক'রবে বলে ধাপ্পা দিয়ে তোর মাথা খেয়েছে।
তাই দোর খিল এঁটে বসেছিলি। ভেবেছিলি বাবা মদের দোকানে
গেছে, চট করে ত' আর ফিরবে না। হারামজাদী।

বাণী। বাবা।

ইন্দ্র। চোপরাও, তোরা সব এক ছাঁচে। আচ্ছা, সে ব্যাটার ছেলে কেমন
ভদ্রলোক একবার দেখি। ভদ্রলোকের মেয়ের মাথা খেলেই হলো !

বাণী। বাবা—ছিঃ ছিঃ তুমি চুপ কর। দাদা এসেছে, সেই ও ঘরে আছে।

ইন্দ্র। কে এসেছে ? বিশু ?

বাণী। হ্যাঁ।

ইন্দ্র। বটে। তাকে পপ গঙ্গাজল দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল ত' ? আধ
একটা গুতন কাড় হবার কথা হ'ল। হলে কিছু সুসার হবে। সুপার
আমার অমনি আগে থেকে ভাগ বসাতে হাজির হয়ে গেছেন।

[পাশের ঘর থেকে বিত্ত বেরিয়ে এল]

বিত্ত। তোমার অন্ন ধংস করতে আসিনি। কিছু টাকা বাণীকে দিতে এসেছি। এই নে বাণী।

[পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল]

খবরদার বাবার হাতে দিবি না। তোর বিয়ের আশীর্বাদ বলে দিয়ে গেলাম। আমি চলুম। [দরজার দিকে গেল]

হন্দ। অত টাকা তুই কোথায় পেলি :

বিত্ত। চোঁচিওনা, পুলিশ ঘুরছে আমার পিছনে।

হন্দ। কেন ? ডাকাতি করেছিস না খুন করেছিস ?

বিত্ত। ছোটোই করেছি। খুব আশ্চর্য তৈর করেছে, না ?

হন্দ। [একটু চাপা গলায় আত্ননাদ করে উঠলো] শুনেছিস ? উঃ ! কেউ যেন ছেলের বাপ না হয়।

বিত্ত। তুমি এত বলছ, আর ছোটোকা মরবার সময় বলে গেছে “জনিয়ায় কারো যেন আমাদের মত বাপ না হয়।”

হন্দ। ছোটোকা মরেছে ? এ্যা—মরেছে !

বিত্ত। - ১. আমার এই দুহাতের উপর শুয়ে,—নিজের যন্ত্রণার কথা একবার ও সে বলেন। বলেছে, তোমার মাতলামী আর জুলুমের কথা, আর মার ভালোবাসার কথা। বলেছে “দাদা, মার চোখের জল রোজ দেখেছি, আর লুকিয়ে কেঁদেছি। পাছে মার মনে দুঃখ হয়, মুখ বুজে সব সয়েছি। মা ঠাকুরকে ডাকত। আমিও ডাকতাম, যেদিন সেই মা মরে গেল আর বাবা বেঁচে রইল সেদিন থেকে আর কোনদিন ডাকিনি। সারা দেহে যখন মারের চোটে ব্যাথা, বাবা তখন আমায় লাথী মেরে তাড়িয়েছে। আমি মার কাছে যাচ্ছি,”—এই তার শেষ কথা। পেছনে পুলিশ—আমরা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছি, তার সংকারও করিনি। তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

[বাণী হুঁপিয়ে কঁদে উঠলো]

ইন্দ্র । চুপ । বিষ্ণু, তুই তাকে নিয়ে গিয়ে মেয়ে ফেলেছিস । তুই ডবল খুনি ।
আমি তোকে পুলিশে দেব ।

বিষ্ণু । দাও । তুমি বাবা, এটাত তোমারই কর্তব্য । মরবার সময় সারাদেহ ছোটাকার অসাড—তখনও সে বলছে “দাদা—মা স্বগে গেছেন—সে নিশ্চয় ঠাকুরকে আমায় ক্ষমা কতে বলেছে” মা হয়ত ওর জন্তুও বলবে আমার জন্তুও বলবে—কিন্তু তোমার জন্তু কে বলবে ?

ইন্দ্র । উঃ ! [উঠে দাঁড়ালো]

বিষ্ণু । চারধারে পুলিশ ঘুরছে । দল ছত্রভঙ্গ, তবুও তারা আমায় বাচাবার চেষ্টা কবে—এই আমার বিশ্বাস । আমি আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরের আগে আমার ভাগ্য নিয়ে পথে বেকব । আমাদের জন্তু তোমার কোন চিন্তা কতে হবে না । তোমার একটা ভেলেও তোমার জ্বালাতে, বেচে থাকবে না । ছোটটা গুলি খেয়ে মরেছে, বডটা ধরা পড়লে ফাসি ।

ইন্দ্র । [অস্থির হুঁপে উঠলো] আমি কি করব ! বাণী বল, আমি কি করব ।
[নেপথ্যে একজন ডাক্তার “ইন্দিরদা ঘরে আছো”]

বিষ্ণু । আমি লুকোচ । [বাণী দরজায় শিঁঠ চাপে দাঁড়ালো]

বাণী । [সভয়ে] কে ?

ইন্দ্র । ও মহাবীর, ওরই সঙ্গে কাজের কথা হচ্ছিল ।

[নেপথ্য থেকে মহাবীর বলে “খাস মার্কল সঙ্গে করে এ নছি দাদা” ।
বিষ্ণু ততক্ষণে যে কাঠের বাস্কেব উপর তোরঙ্গগুলি চাপানো আছে তার পিতরে একপাশ থেকে ঢুকে বসেছে । বাণী সরে এল । ঘবে এলো মহাবীর সাউ আর ছুটি স্তবেশ গুবক] ।

মহা । দরজা খুলতে দেবী কচ্ছিলে কেন ?

হন্দ। এইত ঘরের ছিঁরি, কোথায় বসাব কি করব। আমিই যেতাম। বলেই এসেছি ত' যাবো।

মহা। আরে দাদা—শুঁড়ি খানার হল্পার মধ্যে কি বাতচিত্তি হোয়। তুমি উঠে এলে আর বাবু সব এসে গেলেন।

[যুবক ছুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখাছিলেন।
ইন্দ্রনাথ এবং বাণী দুজনেই আড্ডা হয়ে পড়ল]।

মহা। ইনি পিতাম্বর দাস, ইনি বিভূতি বোস, এদেরই Bar আছে বলেছি ত একজন বিসওয়ামী লোক চায়। তুমি পাঁচি লোক হোচ্ছ। পীতাম্বর বাবু, এই হন্দিরদা গরীব লোক, কত সাক্ষা দিবা আর বহুৎ ইমানদার।

বিভূ। হ্যা হ্যা, আজ কাল হুনিয়ার সব খাটি লোকই গরীব।

পাতা। যা বলেছ বিভূতি। যাক, কাজ কবেন ত' হস্ত বাবু?

হন্দ। আমায় কি কণ্ডে হবে।

মহা। দ্রোজ বিকাল করে হাজির হবে আর গরিবদার সব দাম দিলো কিনা, বিল পোছায় কিনা এই সব নজর রাখবে। অনেক রকম গডবড় ত' হোয়।

১০। একটা Idea আমার মাথায় এলো হে।

১১। কি Idea?

বিভূ। ঘরটা ঠিক খালের ধারে। আর এইত একটা জানালাও রয়েছে। মাল রাখলে এখানেও বেশ বিক্রী হবে। [ইন্দ্রনাথকে, পাঁচুবালা ঐ কাজ কর্ত। আপনি নিশ্চয় চিনতেন?]

হন্দ। হ্যা, সে এবাড়ী নয়। ওই বড বস্তী থেকে ঢুকতে বাহাতী—

[বিভূতি টপ করে উঠে ঢাকা দেওয়া তোরঙ্গগুলোর কাছে গেল।
বাণী ও ইন্দ্র চমকে উঠল]

১২। এগুলোয় কি আছে?

ইন্দ্র। যেমন কিছুই নেই। শুধু প্রায়শ তোরঙ্গগুলো পড়ে আছে।

বিহু। এতে মল রাখা চলবে।

[উত্তর করে পাশের ঘরে চলে গেল আবার বেরিয়ে এলো]

বিহু। ও দরতাও ভালো। ওখানেও রাখতে পারেন।

ইন্দ্র। আম চোরাহঁমদ বিক্রির কাজ করতে পারব না।

বিহু। শুধু করে বুঝে? আপনার ছেলে বিস্তু থাকলে পারত। কি বল, পিতৃধর।

পীতা। নন্দ্য প্রবৃত্তি। উনোছ সে খুব Smart clever। বিস্তু আসে না?

ইন্দ্র। অনেক দিন আসেনি।

বিহু। ও সব পুর শুনেছেন?

পীতা। হুজু আসবে। ওর পেছনে পুলিশ লেগেছে। ওর দলের লোকে অতঃনাম ওর ছাব পাশপোটি করে আমার কাছে পাঠিয়েছে।

ইন্দ্র। আপনার কাছে?

পীতা। হবে মশাহ, মদের ব্যবসা করি। মকেল অর্থাৎ 'ওহ রকমের' সব। নানা বকমের ঝগড়া আছে, তাই ওরাও আমাদের সাহায্য করে অমরাও ওদের সাহায্য করি।

পীতা। একেমন? এং দেখুন না Passport আতঃ ১১৫২। ইন্দ্রনাথের দিকে।
[চললো, ইন্দ্র দেখে পালি মাথা নাড়লো]

বিহু। অংক আমার বাক্সট ভেবে দেখুন। এই কলকাতায় এমন মদের দোকানের চেয়ে এসব দোকানে বিক্রি কম ত' নয়ই বরং অনেক সময় বেশী হয়।

ইন্দ্র। আম ওসব পাননা, মাফ করবেন। আপনার বারের ঐ কাজটি হয়ই সমালোচনা পার্ব।

মহা। ঠিক পারবে। দেখলেন বিভূতি বাবু, কি রকম সাজা আদমী?

পীতা। তাহলে উঠি... মহাবীরকে সঙ্গে নিয়ে কালই আমাদের
ওখানে আসুন।

বিঃ। যদি বিষ্ণু আসে, আপনার ত'জানা রইল। তবে যে রকম শুনছি
ওর আজই পালালে ভালো হত। জাল যে রকম গুটিয়ে চেপে আনছে
পুলিশ, এরপর সরতে পারবে কি পারবে না বলা কঠিন।

[ওরা উঠে এগুতেই যেখানে বিষ্ণু লুকিয়ে ছিলো সেই দিকে চেয়ে
ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো]

হঃ। শুনুন, বিষ্ণু কিস্ত এসেছে। ভয়ে লুকিয়ে আছে।

পীতা। এই দ্যাখো কি কাণ্ড। কে হে বিষ্ণু বেরিয়ে এসে।

[বিষ্ণু বেরিয়ে এলো একহাতে পকেটের পিস্তলটি ধরে]। আরে
ভূমি আমাদের ত'চেনো না! ভয়তো পাবেই। এহ নাও তোমার
Pass port আর এহ তোমার খরচের টাকা।

[Pass port আর টাকা এগিয়ে ধরলো—বিষ্ণু তার হাত থেকে নিতে
আসবামাত্র পীতাম্বর তার হাতটি খপ কয়ে ধরে ফেলল। ওদিকে
বিভূতি একই সঙ্গে তার অপর হাতটি ধরে Hand cuff পরিয়ে দিল।
দুহাত আটকাবার পর তার পকেট থেকে পিস্তলটি খুলে তিনটি
টোটা বার করে বিভূতি বলল]।

বিঃ। মালটি দেখেছ? এই তিনটি টোটা ছিলো। চালাতে পাল্লো রক্তা
রক্তি কাণ্ড ঘটল। যাক, অশেষ ধন্বাদ। অশেষ ধন্বাদ মহাবীর
জী। তোমার বন্ধিতে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি না করেই কাজ হাসিল হলো।
চল চল [বিষ্ণুকে টানতেই সে বাধা দিয়ে বলল]।

বঃ। একটু দাঁড়ান। বাবা, দাসীর পর আমিও ছোটকা আর মার কাছেই
যাবো। জ্ঞান হওয়া থেকে যে বিচারের কথা শুনে আসছি, যদি সে
বিচার থাকে, তবে সেদিন যে তিন জনকে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে
দিয়েছো তাদের মরনের জবাব দিও।

সহা। আরে ভাই, ঝুট মুট গড়া মানুষকে কেন দোষ দাও। আপন আপন করম। চলো পীতাম্বর বাবু। বাবা কিছু ইনাম বকশিস করে দিও। দেখো না হল্লা না হাল্লামা, বিলকুল শান্তি সে কাম হয়ে গেলো [বিশুকে নিয়ে ওরা চলে গেল। পাছে পাছে বাণী কাতর কণ্ঠে “দাদা, দাদা,” বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ বজ্রাহত বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ সে নক্সাপোষের পাশে বসে চুহাত হাটুর উপর রেখে হাতে মুখ লাকয়ে মাথা লুটাতে লাগলো। জীবনের কত কথা ঝড়ের মত তার মনে এসে এলোমেলো ভাবে ছুটাছুটি করতে শুরু করলো। ঘরের জানালা দিয়ে গ্যাসের আলো তার মুখে পড়ে যখনায় বিরক্ত মুখ আরও বিভ্রান্ত করে তুললো। সে হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো। তারপর এক দৃষ্টিতে ঘরের এক কোনের দিকে চেয়ে রইলো। তেলহীন বাত ধারে ধীরে নিভে এলো। অন্ধকারের ভেতর যেন সে দেখতে পেলো তার স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া ছোটকা আর বস্তু তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে একটি অদ্ভুত বিকট ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্রনাথ ভীত বিহ্বল কণ্ঠে চাপা গলায় বলে]

ইন্দ্র। লক্ষ্মীপ্রিয়া—ছোটকা—বিশু। তোরা (তার মনে হতে লাগলো যে লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছে,

লক্ষ্মীপ্রিয়া। সংসার গাভোছলে—আমি খানগনে বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি। ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে, আমার বুক ভেঙ্গে গেছে—সান্তনা নাই—পেয়েছি অনুযোগ আর অভিযোগ। তোমার মুখ চেয়ে বাঁচতে চেয়েছি, তুমি চ’হাতে মরনের মুখে তেলে দিয়েছো।

ইন্দ্র। তাই কি? সবই কি আমার দোষ? আর কারো কোন দোষ নেই? কে বলে দেবে—কে বলে দেবে? তার পর মনে হলো বিশু বলছে—“পড়ার বই জোটে নি—স্কুলের মাইনে জোটে নি—ভারাপেট ভাত জোটে নি—পরগে জামা-কাপড় জোটে নি। একবারও

আমার মনের কথা ভাবনি। শুধু দূর দূর করে কুকুরের মত তাড়িয়েছ।
অনাদর অবহেলায় কুসঙ্গীদের দলে ঠেলে দিয়েছো।

৪৭। ওরে, আমি পারিনি! প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, পারিনি। সংসারে
আমার শুধু হারের পালা। অসহ্য দুঃখে বিব খেয়ে এড়াতে চেয়েছি,
পারিনি, শুধু তোদের কথা ভেবে—

[তার মনে হলো ছোটকা বলছে—“মা নিজে না খেয়ে আমায় খেতে
দিতো! সেই মা তিলে তিলে আমার চোখের সম্মুখে মরেছে।
সে তোমার জন্ত, আমাদের জন্ত ভেবে মরত। তাকে হাজীবন দুঃখ
দিয়েছো তাকে লাথি মেরেছো। অভাবের জ্বালায় পকেট
মারতে গিয়ে মার বেয়ে জখম হয়ে এলে তুমি আমায় দূর দূর করে
তাড়িয়েছো—]

৪৮। ওরে, অপমানের যন্ত্রণা সহ্যে না গেরে তোদের মেরেছি। তোরা
যা বাথা গেয়েছিস, তার দশগুণ বাথা আমার বুকে বেজেছে।
তোরা বঝবিনা, সংসারে আমার শুধু হারের পালা—আমি হেরে
অমানুষ হয়েছি— জানোয়ার হয়ে গেছি! বাণী—বাণী—মা
ওদের বঝিয়ে বল। তুই লক্ষ্মী মেয়ে, তুই লক্ষ্মী মেয়ে, তুই ত'সব
বুঝিস মা। বাণী!! বাণী!! বাণী!! সেও বুঝি ছেড়ে গেছে। আচ্ছা, যার
কাছে জবাব দেবার - আমি ত'র কাছেই দেবো, আমিও জবাব দেবো।
আমিও জবাব দেবো।

[উঠে টলতে টলতে পাশের ঘরে গেলো—অন্ধকারে পাশের ঘর
থেকে ইন্দ্রনাথের আতর্কণ্ডে আতর্নাদ শোনা গেলো “আমারও জবাব
শুনতে হবে। ঠাকুর, আমারও জবাব আছে।” তারপর সব কিছুক্ষণ
নিস্তব্ধ। লক্ষ্মী নিম্নে হরিসাধন ও বাণী ঘরে এলো। বাণী দু'পায়ে
কাদছে—তাকে বসিয়ে দিয়ে হরিসাধন বলল।]

বাণী, স্থির হও।

বাণী। কিসে স্থির হবো? এত সাধের সংসারে এমন করে আগুন লাগে কার পাপে? সবাই ত সংসার রাখতে চেয়েছে, তবু চুরমার হয়ে গেল কেন? কেন যুদ্ধ এলো? সব কিছুর দাম চড়ল—প্রাণপণ খেটে আয় :বাড়িয়েও কিছুতেই কুলোয় না। বাবা দম রাখতে না পেয়ে মদ ধরল, আর চারধার থেকে দুশা আরো চেপে ধরলো। দাদার পড়া বন্ধ হলো—কুসঙ্গে মিশলো। ছোটকা পড়তেই গেল না—তার ওপর বুড়া বলে বাবার চাকরি গেল। যে কটা টাকা পেলো দেনা গুণতে উড়ে গেলো। সাহায্য করার কেউ নেই, আহা বলার কেউ নেই—স্বপ্নি দেবার কেউ নেই। মা গেছে—ছোটকা গেছে—দাদাও গেল—আমি একা! আপন বলতে কেউ নেই। হরিবাব! আমার মাথা ঘুবছে—আমার পকের ভেতর কেমন করছে!

হরি। বাণী, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ কত লোক দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে। ধৈর্য ধরতেই হবে, কেদে কিছু হবে না। যাদের জন্ম এত দুঃখ জুড়ে হাহাকার—তারা পাষণ, তারা চোখের জলে গলে না।

বাণী। ওসব কথা আমি বুঝি না। আপনি কি বোঝাবেন? আমাদের এ দুঃখ কেউ বুঝতে পারবে না।

হরি। বাণী। ঘর আমাদেরও ছিঁল। দারিদ্র আর অভাবই ভেঙ্গেছে। বাবা দেনা করে সব বজায় রাখবেন ভাবলেন। কেছ, তাই অভাবের পর পর আর রইল না। মাঝে নিয়ে আমি এখানে উঠে এলাম। এই আমি ভেঙ্গে পড়িনি? যে কাজ পেয়েছি—তাহ দিয়ে কোনরকমে চালাচ্ছি। সংসার চালনার জন্তু তুমি যা করছ তা নিতা দেখাছ, আর শ্রদ্ধায় আমাব মন ভরে উঠেছে। তুমি ত অবুঝ নও। মহাবিপদে কি ধৈর্য হারালে চলে? তোমার বাবা কি বেরিয়ে গেছেন?

বাণী। হয়ত গেছেন। ভুলবেন বলে মদ খেয়ে এসে হাউমাউ করে কাঁদবেন—বাবার দুঃখ দেখে আমার আরও অসহ্য হয়।

হৰি। তুমি বস, আমি গিয়ে ওঁকে দেখি। তোমাদেৱ লঠন কই ?

বাণী। ওই ত [পাশেৰ ঘৰে দোৱ গোড়ায় লঠনটো দেখিযে দিল।

হৰি। তুমি বস—আমি জ্বলে দিয়ে বাছি।

[লঠন জ্বলতে গিয়ে পাশেৰ ঘৰে উদ্ধনাথ গলা, দ-৬ দিয়ে ঝাঙছে দেগতে পোৱে হৰিসাধন চমকে উঠল। “পুটিমাসী শিৰ্গাৰ আস্থন” বলে চে চাতে চেঁচাতে বোঁৰায়ে এলো। বাণী উঠে গিয়ে তাৰ বাবাব ওই অবস্থা দেখে “ও বাণী কি কবনে বলে টোলে পাডে গেলো। হৰিসাধন ও পুটিমাসী ছুটে এলো। পুটিমাসী ফৰাৰ দিকে চেয়ে দেখে ঘূৰে বহলেন।

পুটি। ইস, কি সবনাশ। হেৰুৱা গলাষ দাঁড় দিলো ? হায় ! হায় ! হুংগা
শিৰ্গাৰ এস - ৭ তাৰিখী-

হৰিসাধন বাণীৰ অৱস্থা দেখে চোঁচ বন্যাতা থেকে জল গড়িয়ে এনে
পুটিমাসিকে বহলে।

হৰি। বাণীৰ মুখ-চোখ ডালৰ বাগান দিন।

পুটি। মেয়েটি এহ দেখে ভিমবী লেগ পড়ে গেছে [জল দিয়ে কাপটা দিতে
না লা। ওবা সবাই ব্যস্ত ভাবে ঘৰে এল।

হৰি। ওহ গা চোখ মেলে চেমেছে, আপনি ওকে উঠিয়ে আপনাৰ ঘৰে
নিহে যান। আমি আঁৰ সবাইকে থবব দিহ।

[বামাচৰণ, তাৰিখী পৰ্জিত, পাশেৰ ঘৰেৰ দিকে চেয়ে হবভঙ্গ ভায়ে
গেল]

পুটি। বাণী—চল মা আমাৰ ঘৰে চল।

বাণী। [বিফল ভাবে চেয়ে ? কোথায় যাব ?

পুটি। আমাৰ ঘৰে চল।

বাণী। [যেন হঠাৎ সব মনে পড়ল] না না, আমি যাবনা মাসী, আমি

কোঁথাও বাব না। আমি এখানেই মাথা খুঁড়ে মরব। আমিই বা বেঁচে থাকব কেন ?

হরি। ছিঃ বাণী কোদানা, চোখের জল ফেলোনা। বৃকের আগুন নিজে খাবে।

বাণী। আব আমার কেউ নেঃ কোন আশ্রয় নেই। দাড়াবার ঠাঁ নেই।

হরি। বাণী, তুমি পোড খাওয়া ছাখর দল সব তোমার পাশে আছে কোনও ভয় নেই, সাহসে বক বাধতে হবে। যে জনাতি জনিয়ার এ হাচাকার এনেছে, ঘরে ঘরে সবনাশ ছড়িয়েছে, বুদ্ধ মহামারী ভাঙল ছড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর মৃত্যু ঘটিয়েছে :—আজ নতুন করে তাকে নস্ট করবার শপথ নিয়ে, স্নেহ দয়া মায়া মমতা ভর ঘর গ'ড়ার আশা নিয়ে, আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। হার মা চলবে না। চল বাণী, চল মাসী।

। ওরা বেরিয়ে গেলো। মাতৃষের জীবন যুদ্ধে এক বেদনাময় দৃশ্য উপর যবনিকা নেমে গেলো।

